ধরিয়া অদ্য কেবল ধূমই পান করিতেছ, কিন্তু তোমার নেত্র আরক্তিম হইয়া ঢুলু ঢুলু করিতেছে, কিন্তু তোমার নেত্রদ্বয় প্রাতে যেরূপ ছিল, এত ধূম পানের পর এখনও তদ্রূপই আছে!! তোমার কি নেশা হয় না?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা! যিসকো ভগবৎকো আমল্ মিল্ গিয়া, ওস্‌কা উপর্ ওর্ কোই তরে কা আমল্ চড়তা নেই।".

যাহা হউক সারা জীবনের অভ্যস্ত এই ধুমপান তিনি ডাক্তারের এক কথায় এইবার পরিত্যাগ করিলেন। তামাক পর্যন্ত খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম এবং ব্রজবাসিগণও সকলে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল। বলিল, এতকালের অভ্যাস এইরূপ একেবারে পরিত্যাগ করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ধূমপান ছাড়িলেন কিন্তু তথাপি ঔষধ তাঁহার উপর বিশেষ ক্রিয়া করিতে পারিল না। আমরা অন্য ডাক্তার আনিলাম তিনি বলিলেন, "এত অভ্যস্ত ধূমপান একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই।" দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার তামাকের ধূমপান করা ভাল। সেই অবধি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রতিদিন বৈকালে একবার তামাক খাওয়া আরম্ভ করিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই অভ্যাস রাখিয়াছিলেন কয়েকদিন পরে আহারে তাঁহার কিঞ্চিৎ রুচি হইয়াছে দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

আর একবার পরিক্রমার সময় পায়গাম আর একটি ঘটনা হইয়াছিল, তাহারও এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি। একবার সাধুদিগের জমাত পায়গামে গিয়া আসন স্থাপন করিবার কিছুকাল পরেই একজন অতি প্রাচীন পরমহংস তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তথায় আগত দেখিয়া তিলকদাস প্রভৃতি অনেক মহন্ত সাধু তাঁহার প্রতি অতিশয় মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ইনি অতি সিদ্ধ মহাত্মা ; ব্রজধামে এইরূপ মহাত্মা আর নাই। তাঁহার সম্বন্ধীয় আমাদের প্রশ্নে তাঁহারা বলিলেন যে ইনি কোন্ স্থানে থাকেন কেহ জানে না, হয়ত কোন জঙ্গলে থাকিতে পারেন, কখন কখন কৃপা করিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশিত হয়েন এবং দর্শন দেন। তাঁহার অনেক অদ্ভুত এবং অলৌকিক কার্য সকলও তাঁহারা বর্ণনা করিলেন। তিনি পায়গমে আসিয়া সাধু জমাতের এক অন্তভাগে কুন্ডের নিকট স্বীয় আসন স্থাপন করিলে, শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার সহিত অনেক প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেই বৎসর ব্রজে অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, এবং কুন্ডের অধিকাংশ জল শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে যে অল্প পরিমাণ জল অবশিষ্ট ছিল তাহাতে অনেক পোকা পড়িয়া জল অব্যবহার্য হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে অভয় বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ"! এই কুন্ডের জল অতি পোকাময় হইয়া অপবিত্র ও অব্যবহার্য হইয়াছে।" তাহাতে পরমহংস বলিলেন, "এখানে ত যমুনা বহিয়া যাইতেছেন, অপবিত্র জল কোথায়? অভয়বাবু বলিলেন, "আমার চক্ষে ত আমি অপবিত্র পোকাময় জলই এইস্থানে দেখিতেছি।" পরমহংস চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপর অভয়বাবু কিছু জিলাবি খরিদ করিয়া আনিয়া পরমহংসকে আহারের নিমিত্ত অর্পণ করিলেন ; পরমহংস নিজে কিছু রাখিলেন এবং কিছু অভয় বাবুকে খাইতে দিলেন ; অভয়বাবু তাহা গ্রহণ করিয়া কুন্ডের কিনারায় গিয়া বসিলেন এবং আহার করিতে করিতে কুন্ডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সেখানে কুণ্ড আর নাই, তৎস্থলে যমুনা কল কল রবে লহর তুলিয়া বাহিত হইতেছেন, নানাবিধ পক্ষী ইহার উপরিভাগে মন্দগতিতে উড্ডীন হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাঁহার ভ্রম হইয়াছে বিবেচনায় তিনি বারম্বার চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া কুণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার তৎস্থলে যমুনা দর্শন বহুক্ষণ ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন রহিল। তাহাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইহাকে পরমহংসেরই প্রভাব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে শ্রীশ্রী টাকুরজীর আরতি হইতেছে এমন সময় দেখিলাম পরমহংস আমাদের তাঁবুর নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আরতি শেষ হইয়া গেলে দূর হইতে নীরবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাঁহাকে তাঁহার আশীর্বাদ জানাইলেন। তখন অভয়বাবু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, এই পরমহংস বড় সিদ্ধ মহাত্মা, ইঁহাকে আপনার আসনের নিকটে ডাকিয়া আনিব কি?" তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "বাবা, পরমহংসকে ডাকিয়া আনিতে ত আমার কোনও প্রয়োজন নাই। উন্‌কো গুরু ব্রহ্মা আপ্‌নে আয়্‌জায় তব্‌বি হামারা আসন পর উন্‌কো হাম্ আপনেসে নেহি বোলাতে হেঁ। বাকি তোমারি প্রেম হোয় তো তুম্ উন্‌কো বোলায় লেও ; হিঁয়া তামাকু, গাঞ্জা, সুলফা, ভাঙ্ সব্ কুছ ধরা হায় যো পিয়ে উস্‌কো পিয়াও, ইস্‌মে হামারি কুচ্চ মানা নেহি।" অভয় বাবু এই কথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না ; পরমহংস দণ্ডবৎ করিয়া আপন আসনে চলিয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আচার ব্যবহার সমস্ত শাস্ত্রানুগত ছিল। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন সাধুকে চলিতে দেখিলে তিনি মহন্ত-স্বরূপ তাহাকে অতিশয় শাসন করিতেন। তৎসম্বন্ধে একদিনের একটি ঘটনা এই স্থলে বর্ণনা করিতেছি। পায়গাম শ্রীযুক্ত নাগাজী মহারাজের জন্মস্থান, ইহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এইস্থানে ব্রজপরিক্রমার সময় সাধুদিগের জমাত দুই দিন অবস্থিতি করে। শ্রীমন্ নাগাজী পিতৃপক্ষের সপ্তমী তিথিতে স্বয়ং চতুর্ভূজমুর্ত্তি ধারণ করিয়া আপন জন্মস্থান ব্রজবাসিগণকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং অন্নপ্রসাদ সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর এই সপ্তমী তিথিতে ব্রজবাসিগণের ঐ স্থানে এক স্থানে এক বৃহৎ মেলা হয়। শ্রীমন্ বাবাজী মহারাজের মূর্তিও এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহাপ্রসাদের (ভাতের) ভোগ সেই দিবস নাগাজীকে অর্পণ করা হয়। সাধু সকল সেই প্রসাদ ভোজন করেন, এবং ব্রজবাসিরাও তাহা গ্রহণ করে। যেমন শ্রীজগন্নাথদেবের ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদে উচ্ছিষ্টদোষ হয় না, তদ্রূপ ঐ তিথিতে শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজের প্রসাদেও উচ্ছিষ্টদোষ গণ্য হয় না। ব্রজবাসিগণ কাড়াকাড়ি করিয়া সাধুদিগের উচ্ছিষ্টান্ন সেই দিবস ভোজন করিয়া থাকে,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কোন জাতি বিচার করে না। সেই দিবস ব্রজভূমির মল্লসকল নানাস্থান হইতে আগত হইয়া তথায় আপন যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন। ব্রজগোপীসকল দলে দলে একত্রিত হইয়া সেইস্থানে আগমন করেন, এবং স্বয়ং নৃত্য ও কৃষ্ণলীলা গান করিয়া আনন্দে দিনযাপন করেন। রাসধারিগণ আসিয়া ভগবৎলীলা প্রদর্শন করেন। এই রূপে সপ্তমীর দিবস তথায় আনন্দে কাটিয়া যায়। সাধুদিগের জমাত অষ্টমীর দিবসও তথায় অবস্থিত করে। ঐ অষ্টমীর দিবস ব্রজবাসিগণ তাঁহাদিগকে আহারের নিমিত্ত আটা না দিয়া প্রায়শঃ ডাল ও চাউলের ভেট প্রদান করেন। আমরা যে কয়েকজন বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সাধুদিগের জমাতে ছিলাম তাহাদিগের জন্য আমরা একটি পৃথক স্থানে রান্না করি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জন্য একটি নিভৃত স্থানে বস্ত্রের দ্বারা চারিদিক্ বেষ্টিত করিয়া পৃথকরূপে কোন ব্রাহ্মণ সাধু রসুই প্রস্তুত করেন। একবার আমাদের রসুই প্রস্তুত হইলে আমরা সকলে আহার করিলাম, এবং আহারান্তে থালা, বোগ্না প্রভৃতি পরিষ্কৃত করিয়া আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। বেলা তখন প্রায় দুইটা হইয়াছে। তখনও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ও সাধুদিগের রসুই প্রস্তুত হয় নাই ; সেই সময় আমি কোন কার্য উপলক্ষে যে স্থানে তাঁহাদের রসুই হইতেছিল সেই স্থানে গেলাম। তখন যে সকল বস্ত্রের পরদা দ্বারা রসুইয়ের স্থান পরিবেষ্টিত ছিল, সেই পরদাটি হঠাৎ আমার গায় লাগিল। অমনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চেঁচিয়ে বলিয়া উঠিলেন, "আরে এই মূঢ় সমস্ত রসুই ভ্রষ্ট করিয়াছে, আমি এই সকল কিছু খাব না। এই সব ফেলে দাও।" তখন সাধুরা বলিল, "কই বাবুজী ত কিছু করেন নাই। পরদা ত রসুইয়ের স্থান হইতে অনেক ব্যবধানে আছে। পরদায় তাঁহার শরীর লাগিয়াছে কিন্তু রসুইয়ের স্থান তিনি স্পর্শও করেন নাই।" তিনি বলিলেন, "না, আমি এই সকল খাব না। আমার জন্য পৃথক্ করিয়া রুটী করিয়া দাও। স্থান পরিষ্কার কর। তোমরা আমার ধর্ম ভ্রষ্ট করিতে চাও।" সাধুগণ বলিলেন, আচ্ছা মহারাজ! আপনার জন্য পৃথক্ করিয়া রুটি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

করিয়া দিব। আমি তখন নীরবে অতি দুঃখিতানন্তঃকরণে নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে একটি দূরবর্তী স্থানে গিয়া বসিলাম এবং মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শোক করিতে লাগিলাম যে "একে ত গুরুর আহারের পূর্বেই আমরা আহার করিয়াছি। ইহাই ত মহৎ অপরাধ। এই অপরাধ নিত্যই করিতেছি, তাহার উপরে এখন এত বেলায় আবার তাঁহার রসুই নষ্ট করিয়া দিলাম, এখন পুনরায় সব পরিষ্কৃত হইবে তবে তাঁহার রুটি হইবে ; তিনি আহার করিতে করিতে রাত্রের আগে আর হইবে না।" আমি এইরূপ শোক করিতেছি এমন সময় প্রস্রাব করিবার অছিলা করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অতি প্রসন্ন বদনে আমাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি" কেন শোক করিতেছ? আমি ভাত খাই না তুমি জান ; কারণ তাহাতে আমার শরীরে সেই চোরের চোটের বেদনা উপস্থিত হয়। সেইজন্য রুটি খাইবার কথা বলিয়াছি। এখনই রুটি প্রস্তুত হইবে, বিলম্ব হইবে না। তুমি শোক করিও না। তোমার আমার শরীর এক। তোমার স্পর্শে আমার কিছু দোষ হইতে পারে না। তবে সাধুদিগকে আপন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য আমি এই সকল ব্যবহার বাহিরে করিয়া থাকি।" বাস্তবিক যে কোন ভেদবুদ্ধি তিনি রাখেন না তাহা যেন আমাকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত পরে একদিন নির্জনে আশ্রমে আহার করিবার সময় আহার করিতে করিতে আমাকে ডাকিয়া কাছে বসিইয়া আমার হাতে আমাকে স্পর্শ করিয়া রুটি প্রসাদ দিলেন এবং পরে নিজে আহার করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন "দেখত তরকারীতে নুন অধিক দিয়াছে কিনা।" যেন এইটি আমার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছেন ও প্রসাদ দিয়াছেন এইরূপ বাহিরে ভাব দেখাইলেন।

আর একদিন ললিতা সখীর জন্মস্থান করেলা গ্রামে সাধুদিগের জমাত পড়িয়াছিল। তখন ব্রজগোপীগণ দলে দলে াসিয়া তাঁহাদের সমক্ষে নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে দেখাইয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বলিলেন, "দেখ, গোপী সকলের আনন্দ ও প্রেমদর্শন কর। এখানে ইহাদের এত আনন্দ দেখিতেছ, কিন্তু ঘরে গিয়া যদি অনুসন্ধান কর, তবে দেখিবে অনেকের ঘরে বৈকালের আহার্য পর্যন্ত সঞ্চিত নাই। বাবা, এই ব্রজভূমিতেই এইরূপ আনন্দ সম্ভব।" তিনি এইরূপ বলিলে অন্যান্য দেশের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে পুরী ধামের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা, পুরীতে রঘুবরদাস নামে এক বড় মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। একবার রথের সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। জগন্নাথজী রথের উপরে বসিয়াছেন ; বহু যাত্রীকে একত্রিত হইয়া তাঁহার রথ টানিতেছেন, কিন্তু রথ কিছুতেই চলে না। তৎপর সাহেব আসিয়া রথ টানিবার নিমিত্ত হাতী নিযুক্ত করিল কিন্তু তাহাতেও রথ চলিল না, পরে সাহেব রঘুবরদাসজীকে সেস্থানে দেখিয়া একটু ঠাট্টা করিয়া বলিল, 'হে রঘুবরদাসজী! তোমরা ইষ্ট কেয়সা হ্যায়? হাম হাতী তলক্ লাগায়া, তব্ বি উস্কা রথ চলতাই নাই, অব্ হাম কেয়া করেঙ্গে?' তখন রঘুবরদাসজী নীরবে রথের উপর চড়িলেন, এবং জগন্নথজীর কানে কি কথা বলিলেন আর রথ অম্নি ঘড়্ ঘড়্ করিয়া চলিতে লাগিল। তখন সাহেব মাথার টুপী খুলিয়া রঘুবরদাসজীকে সেলাম করিলেন এবং বলিলেন, 'রঘুবরদাস! তুম সাচ্চা হ্যায়, তোমরা ইষ্ট বি সাচ্চা হ্যায়।' রঘুবরদাস এমন মহাত্মা ছিলেন যে তিনি যে স্থানে থাকিতেন সেই স্থানে খোলা জায়গায় এক গামলায় মহাপ্রসাদ রাখিয়া দিতেন, আর তাহা হইতে কুকুর, কাক প্রভৃতি যে কোন জীব জন্তু প্রসাদ খাইয়া যাইত। তিনি আবশ্যক মত তাহা হইতেই প্রসাদ লইয়া খাইতেন। তখন শ্রীযুক্ত অভয় বাবু বলিলেন, "মহারাজ, তবে তুমি নিজে মহাত্মা হইয়াও আহার সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি নিয়ম কেন পালন কর? মাধবদাস নামে একজন পরমহংসও সেই স্থলে এই কথোপকথনের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে পরমহংস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আহারাদি বিষয়ে কোন নিয়ম পালন করিতেন না। তিনি অভয় বাবুর ঐ প্রশ্ন শুনিয়া বড় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বাবা! হাম্‌কো তো ইসিনে রাম

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মিল্ গিয়া ইস্‌মে নেই মিল্‌তা তব্ হাম্ বি উস্‌কা বৃত্তি লে লেতে। বাবা! উসকা রাস্তা ঔর হ্যায়, হামারা রাস্তা ঔর হ্যায়।"

পরিক্রমার সময় ভগবল্লীলা স্থানসকল দর্শন করিতে করিতে সাধু জমাত বর্ষাণার পিরীপুকুরে আসিয়া তিন দিবস অবস্থিতি করে ; একাদশী তিথির দিবস পিরীপুকুরে উপস্থিত হয়, দ্বাদশীতে প্রেমসরোবরে নৌকালীলা হয়, এবং ত্রয়োদশী তিথির দিবস বর্ষাণার গহভরবন নামক স্থানে দধিলোটের লীলা হয়, এই সকল লীলা দর্শন করিয়া চতুর্দ্দশীর দিন প্রাতে পিরীপুকুর হইতে উঠিয়া সাধুগণ নাগাজীর কদমখণ্ডীতে প্রস্থান করেন। বর্ষাণায় এক উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রিয়াজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ পাহাড়ে নিম্নদেশ ঘেসিয়া কদমখণ্ডী যাইবার রাস্তা। একবার পরিক্রমার সময় পিরীপুকুরে অবস্থান কালে প্রিয়াজীর মন্দিরে গিয়া তাহা দর্শন করিতে আমি অবসর প্রাপ্ত হইলাম না। শেষ দিবসও প্রিয়াজীকে দর্শন করিতে অবকাশ না পাইয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে পরদিবস প্রাতে যখন এইস্থান হইতে সকলে কদমখণ্ডী যাত্রা করিবেন, তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠিয়া প্রিয়াজীকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করিয়া যাইব। কিন্তু পরদিবস গুরুর গাড়ীতে জিনিসপত্র উঠাইয়া আমি যাত্রা করিবার সময় দেখিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গঙ্গা নাম্নী গাভীটি রহিয়া গিয়াছে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কেহ নেয় নাই, এবং তাহার রক্ষক সাধু সকলই চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং আমি নিজেই তাহাকে লইয়া পরিচালন করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। প্রিয়াজীর মন্দিরের পাহাড়ের নিম্নভাগে আসিলে, তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা আমার খুব বলবতী হইল, কিন্তু গাভীটিকে ছাড়িয়া পাহাড়ের উপর চড়িয়া গেলে গাভিটি অন্যস্থানে পলায়ন করিয়া যাইতে পারে আশঙ্কায় পাহাড়ে চড়িতে সাহস হইল না। তখন মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিয়া স্থির করিলাম যে প্রিয়াজীকে দর্শন করিতে আমি এইক্ষণে যাইতে পারিব না। কারণ গাভীটিকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নহে, আর এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে ভগবান্‌কে লাভ করাতেই

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রিয়াজীর মাহাত্ম্য হইয়াছে, আমার গুরুদেবও যখন ভগবানকে লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিলেই আমার প্রিয়াজীর দর্শন হইবে, অতএব গাভীর সহিত শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গিয়া তাঁহাকেই দর্শন করিব। আমি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেই, অপর সাধুসকল আসিয়া গাভীটিকে আমার রক্ষণ হইতে লইয়া গেলেন, এবং আমি এককই চলিতে লাগিলাম। আমি আরও অল্পদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে আমার কিয়দ্দুর অগ্রে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি অতি প্রসন্নবদনে, "আও আও" বলিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি তাঁহার সমীপরবর্তী হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিবার পর প্রথমেই তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, প্রিয়াজীকা দর্শন ঔর সন্তন কি দর্শন একই হ্যায়, ইস্‌মে কুছ্ ভেদ নহি।" আমি এইরূপই পূর্বে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম সুতরাং তাঁহার ঐ বাক্যে আমি তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলাম। পরে চলিতে চলিতে অতিশয় স্নেহের সহিত আমাকে নানাবিধ প্রসঙ্গ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উপদেশ করিতে লাগিলেন। গরীবদাসজীর সহিত তিনি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, এই সমস্ত কথা প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিতে লাগিলেন। গরীবদাসজীর অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার গুরুনিষ্ঠাপ্রকাশক অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন "বাবা! গরীবদাস ত যথার্থ সন্ত্ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি মিটিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নানা সময়ে নানাপ্রকার ছল করিয়া তাহার প্রতি আমি অতি কঠোর ব্যবহার করিতাম। গরীবদাস অতি প্রেমের সহিত এবং অতি সন্তর্পণে আমার সেবা শুশ্রূষার কার্য করিত। আমি গোপনে গোপনে তাহার অসাক্ষাতে পাকের আয়োজনের এবং অন্যান্য বস্তুসম্ভারের উলট পালট করিয়া ব্যতিক্রম করিয়া রাখিতাম এবং গরীবদাস আসিলে তাহার প্রতি তৎসমস্তের দোষারোপ করিয়া সকলের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সাক্ষাতে তাহাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতাম। কিন্তু গরীবদাস তাহাতে কখনও ধৈর্যচ্যুত হইত না, এবং আমার বাক্যের কোন প্রকার প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরবে পুনরায় সমস্ত কার্য সংশোধন করিত। এক দিবস তাহার শেষ পরীক্ষা করিব মনে করিয়া আমি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম. তখন ব্রজপরিক্রমার সময় উপস্থিত হইল। নন্দগ্রাম হইতে কামই যাইতে সম্মুখে সূর্য করিয়া পূর্বমুখে যাইতে হয় ; কামই নন্দগ্রাম হইতে পাঁচক্রোশ ব্যবধান, এবং রাস্তাও অনেক সময় জল কাদায় পরিপূর্ণ থাকে। গরীবদাস আমার জিনিষপত্র স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইত, এবং প্রায় ৪০।৫০ জন সাধুর রসুই করিয়া সকলকে আহার করাইত ও অবশেষে নিজে আহার করিত। একবার ঐ পরিক্রমার সময় নন্দগ্রাম হইতে কামই পৌঁছিতে আমাদিগের প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর হইল। গরীবদাস কামই পৌঁছিয়া যথা নিয়মে আমার ছাতা পুতিয়া আমার আসন বিছাইয়া দিল, এবং জিনিষপত্র যথাস্থানে স্থাপিত করিল। পরে ব্রজবাসিগণ আমাদের ভোজনের খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করিলে গরীবদাস স্নান করিয়া রসুই করিতে গেল, এবং অপর সাধুদিগের নিমিত্ত মোটা রুটি এবং আমার জন্য পৃথকরূপে পাতলা পাতলা করিয়া রুটি প্রস্তুত করলি। বহুলোকের নিমিত্ত রসুই করিতে বিলম্ব হইল। সন্ধ্যার পর রসুই প্রস্তুত হইলে যথানিয়মে ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া আমাকে প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। আমি এই সময় গরীবদাসের ধৈর্য পরীক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিলাম। ভাবিলাম প্রতিদিন ভারি মোট বহন করিয়া পরিক্রমার রাস্তা চলিতে চলিতে এবং প্রতিদিন অবেলায় এত লোকের রসুই করিতে করিতে গরীবদাসের বায়ু ও পিত্ত অবশ্য অতিশয় কুপিত হইয়াছে, বিশেষতঃ অদ্য সম্মুখে রৌদ্র করিয়া সূর্যের শরৎকালীয় প্রচণ্ড উত্তাপে দুর্গম পথে এতদূর চলিয়া আসিয়া অনাহারে থাকিয়া এত দীর্ঘকাল রসুইয়ের নিমিত্ত অগ্নিসেবা করাতে গরীবদাসের মস্তিষ্ক এইক্ষণে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে ; এই সময়ই তাহার ধৈর্যপরীক্ষার উপযুক্ত সময়। এই ভাবিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমি গরীবদাসের আহ্বানে প্রসাদ পাইতে গেলাম, এবং প্রসাদ পাইতে বসিয়া রুটিতে হাত দিয়া ছল ক্রোধ করিয়া সেই সমস্ত রুটি কাঁচা রহিয়াছে বলিয়া আমি গরীবদাসকে তিরস্কার করিতে করিতে রুটি সকল দূরে নিক্ষেপ করিলাম, এবং এক লাঠি হাতে লইয়া তাহার মস্তকের উপর আঘাত করিলাম। লাঠির আঘাতে গরীবদাসের মস্তক হইতে রুধির নির্গত হইল, এবং গরীবদাস ভূমিতে পতিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই গরীবদাস উত্থিত হইয়া করযোড়ে আমার চরণে পতিত হইল এবং বলিল, "বাবাজী মহারাজ! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন।" রুটি বাস্তবিক অতি উত্তম রূপে আদরের সহিত গরীবদাস প্রস্তুত করিয়াছিল, আমি মিথ্যা করিয়া তাহার উপর দোষারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি গরীবদাস এইরূপ বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করিলে আমি মুগ্ধ হইলাম, এবং গরীবদাস যে আমার লাঠির আঘাতে এরূপ কষ্ট পাইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আমার এইরূপ কষ্ট হইল যে আমি দুই তিন দিবস পর্যন্ত আহার করিতে পারিলাম না। গরীবদাস এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমি তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, এবং মনে করিলাম যে এইক্ষণে গুরুর নিকট হইতে গরীবদাসের বরলাভ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি তাহাকে বর দান করিব। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে সংসারে থাকিলেই কিছু না কিছু কষ্ট আছে। গরীবদাস যখন এইরূপ দৃঢ় শান্তি বৃত্তি লাভ করিয়াছে, তখন তাহাকে অতি শীঘ্র বৈকুণ্ঠে পাঠান উচিত, এই মনে করিয়া তাহাকে অন্য আর বর দিলাম না।"

তাঁহার প্রতি তাঁহার গুরুদেবের ব্যবহার সম্বন্ধে নানাবিধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে অবসেশে বলিলেন যে তাঁহার প্রতি তাঁহার গুরুদেবের প্রেম এত অধিক ছিল যে তিনি কখনই তাঁহাকে যথার্থ শান্তিমার্গে প্রেরণ করিতে ভুলিতেন না। ভাঙ্গি, চামার, "পেট্‌কি বাস্তে বৈরাগ লিয়া" ইত্যাদি বাক্য সর্বদাই তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! এইরূপ সর্বদা গালাগালি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

করিতেন, তাহাতে প্রেম কিরূপ প্রকাশ পায় আমি বুঝিতে পারিলাম না।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "বাবা! ইহাতেই ত ভারী প্রেম প্রকাশ পায়, আমাকে কেহ এইরূপ গালি দিলে যাহাতে আমার ক্রোধ অথবা অভিমান না হয়, তন্নিমিত্ত দয়াল গুরু নিজের উপর কঠোর ভাষিত্বের দোষ আনিয়া ও আমার চিত্ত নির্মল করিবার নিমিত্ত—ক্রোধ, অভিমান দূর করিবার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহার করিতেন। বাবা, তাঁহার কোন মোহ ছিল না; নির্মল প্রেম ছিল ; প্রেম এবং মোহ এক বস্তু নহে।"

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সপ্তম অধ্যায়

উপদেশ ও অন্তর্দ্ধান

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সময় সময় বলিতেন,

"কর সদ্‌গুরু কি আশ
হোয় ঘট্‌মে প্রকাশ
হোয় তিমির কি নাশ।"

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! সদ্‌গুরুর কৃপা বিনা কি জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না? অনেকে ভগবানের নাম গ্রন্থাদি হইতে শিক্ষা করিয়া অনেক প্রকার সাধন করিয়া থাকেন; তাহাতে কি কিছু ফল হয়না?" শ্রীযুক্তবাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা! ভগবানের নাম সাধনে অনেক ফল হয়, খুব নিষ্ঠাপূর্বক করিতে করিতে অনেক প্রকার সিদ্ধিও লাভ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সাধন ইহা দ্বারা হয় না, কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাতেই জীব মুক্তিলাভকরিতে পারে; তদ্ভিন্ন জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না।"

বস্তুতঃ সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন যে প্রকৃত আস্তিক্যই জন্মে না, তাহা আমি নিজের জীবনে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। একটি বালক আমার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিলে আমি অনেক কুকর্ম করিতে পারি না, এবং তাহার সাক্ষাতে আমার কুপ্রবৃত্তি সকলও উদ্বোধিত হইতে পারে না, ইহা অনেক সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু নির্জনে কেহ দেখিতে পায় না বলিয়া সাহসের সহিত অনেক কুকর্ম করিয়া ফেলিয়াছি। অপরে দেখিতে পায় না বলিয়া মনে কুচিন্তার স্রোত অনেক সময় প্রবাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তর্দর্শী কোন মহাপুরুষের সাক্ষাতে যখন যখন উপস্থিত হইয়াছি, তখনই অতি সন্তর্পণে কাল কাটাইয়াছি, এবং যাহাতে মনে কোন প্রকার কুচিন্তার উদয় তৎকালে না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছি। মহাপুরুষ মনের সমস্ত চিন্তা জানিতে পারেন,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার সমক্ষে সন্তর্পণে কাল কাটাইয়াছি, কিন্তু অন্য সময়ে মনে কুচিন্তার উদয় হইলে, আমি তন্নিমিত্ত তেমন ভীত হই নাই। ইহাতে কি আমার যথার্থ আস্তিক্য-বুদ্ধি প্রকাশ পায়? আমি মুখে বলি অন্য এক ব্যক্তি নাস্তিক, আমি আস্তিক, এবং তন্নিমিত্তি হয়ত তাহার নিন্দা করিয়া থাকি; কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি আস্তিক? আমি মুখে বলিতেছি যে ভগবান্ আছেন, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বে কি সত্য সত্যই আমার বিশ্বাস আছে? যদি যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে আমি কি প্রকারে অন্যায় কর্ম করিতে পারি, কি প্রকারেই বা কুচিন্তাকে মনে স্থান দিয়া অনুতাপ না করিয়া থাকিতে পারি? ভগবান সর্বান্তর্যামী এবং সর্বব্যাপী, আমার প্রত্যেক কার্যের এবং প্রত্যেক চিন্তার সাক্ষী, ইহাই ত ভগবানের লক্ষণ। যদি তাঁহার অস্তিতে আমার সত্য সত্যই বিশ্বাস থাকে, পাঁচ বৎসরের শিশুর সাক্ষাতে যে কুকর্ম আমি করিতে না পারি, একজন মহাপুরুষ, আমার মানসিক চিন্তা অবগত হইতে সমর্থ থাকা বিশ্বাস থাকাতে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া যে সকল কুচিন্তাকে মনে স্থান দিতে না পারি, সেই সকল কুকার্য এবং কুচিন্তা, আমি স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাতে থাকিয়া কি প্রকারে সাধন ও পোষণ করিতে পারি? ভগবান্ বলিলেই ত সর্বান্তর্যামী, সর্বসাক্ষী, এবং সর্বব্যাপী হইয়া তিনি আছেন, বুঝা যায়। তিনি আমার সমক্ষে তবে নিত্যই বর্তমান আছেন, আমার সমস্ত কার্য এবং সমস্ত চিন্তা দর্শন করিতেছেন; আমি যদি এই কথা যথার্থই বিশ্বাস করি, তবে আমার দ্বারা কি প্রকারে কুকার্য সাধিত হইতে পারে, এবং পাপ চিন্তারই বা আমি কি প্রকারে মনে স্থান দিতে পারি? যখন আমি পাপকার্য এবং পাপচিন্তা হইতে বিরত হইতে পারিতেছি না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে আমার আস্তিক্যের গর্ব বৃথা, এবং আমার প্রকৃত আস্তিক্য জন্মে নাই।

দয়াল সদ্‌গুরু কি প্রকারে অনুগত শিষ্যের অন্তরে এই আস্তিক্য-বুদ্ধি অল্পে অল্পে প্রবিষ্ট করান, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমার এবং আমার স্ত্রীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। আমি অনুমান করি যে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমার আভ্যন্তরিক নাস্তিক্য অতিশয় প্রবল, এইজন্য দয়াল গুরু কৃপা করিয়া নানা সময়ে তাঁহার অন্তর্যামিত্বের এবং সামর্থ্যের পরিচয় আমাকে দিয়াছেন; নতুবা আমার মত শুষ্ক তার্কিকের কিঞ্চিন্মাত্রও যথার্থ আস্তিক্য-বুদ্ধি হওয়া কঠিন হইত। এই সকল ঘটনা দ্বারা শ্রীশ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের অপার করুণা প্রকাশ পাইবে; এই নিমিত্ত, এই স্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি ঃ—

একবার কলিকাতায় আমার খুব জ্বর হইল। জ্বর ভোগ করিতে করিতে আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইল যে, শ্রীযুক্ত গুরু মহারাজজী সর্বদা গাঁজা খাইয়া থাকেন। আমি এক চিলিম গাঁজা আনাইয়া নিজে সাজিয়া তাঁহার ভোগ দিব, এবং তৎপর তাঁহার প্রসাদী গাঁজার ধূমপান করিব, তাহাতেই আমার এই জ্বর ও শরীরের ব্যথা সারিয়া যাইবে। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া নূতন একটি গাঁজার কল্কি ও কিছু গাঁজা বাজার হইতে আনাইলাম, এবং নিজের হাতে নিয়মিতরূপ গাঁজা সাজিয়া শ্রীযুক্ত গুরু মহারাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার পানার্থ ঐ গাঁজার চিলিম নিবেদন করিলাম। গাঁজা আপনা হইতে জ্বলিয়া, তাহা হইতে ধূম অল্প অল্প করিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে, আমার মনে ধারণা হইল যে, তিনি ইহার ধূম পান করিয়াছেন। তৎপর আমি ঐ কল্কিটি লইয়া অবশিষ্ট গাঁজার ধূমপান করিলাম। গাঁজা খাওয়া আমার কখনও অভ্যাস ছিল না, কিন্তু এই ধূম আমি যথেষ্ট পরিমাণে পান করিলেও তাহাতে আমার বুদ্ধিবৃত্তির কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটিল না; পক্ষান্তরে ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জ্বরত্যাগ হইল; এবং আমি সুস্থ হইলাম। এইরূপ আর একবারও জ্বর হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে স্মরণ করিয়া গাঁজার ভোগ দিয়া আমি প্রসাদ পান করিয়াছিলাম।

এই ঘটনার কয়েকমাস পর আমি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিলাম। এইখানে আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিবার পর, যে দিবস কলিকাতায় ফিরিয়া যাই সেই দিবস কলিকাতায় যাত্রা করিবার অল্পক্ষণ পূর্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কয়েকজন ব্রজবাসীর সঙ্গে একত্র বসিয়া গাঁজা পান করিতেছিলেন, সেই সময় আমাকে অন্য ঘর হইতে তাঁহার নিকট

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ডাকাইয়া নিলেন এবং নিজে যে চিলিমে গাঁজা পান করিতেছিলেন, তাহা আমাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি এই প্রসাদী গাঁজার ধূম পান কর।" তখন একটি ব্রজবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুও কি গাঁজা খায়? তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না বাবু গাঁজা খায় না; তবে জ্বর হইলে কখন কখন বাবাকে স্মরণ করিয়া গাঁজার ভোগ দেয়, এবং সেই প্রসাদ গ্রহণ করে।" আমি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় পুলকিত হইলাম এবং বুঝিলাম যে কলিকাতায় আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে যে গাঁজার ভোগ দিয়াছিলাম, তাহা তিনি যথার্থই গ্রহণ করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার বসতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে অতি দূর স্থানে থাকিলেও আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অপ্রতিহত থাকে।

একবার আমার ওকালতী ব্যবসায়ের কার্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কয়েকদিনের জন্য মফঃস্বলে গিয়াছিলাম। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে, কলিকাতায় খুব চোরের ভয় হইয়াছিল। দোতলার উপর বাহির হইতে চোর উঠিয়া জানলার দ্বারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অনেক বাড়ী হইতে জিনিসপত্র চুরি করিয়া লইয়া যায়; এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের বাড়ীর সকলে অতিশয় ভীত হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীর দোতলায় আমার স্ত্রী এবং তাঁহার একটি অল্পবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ তৎকালে থাকিত না। শয়নঘরের জানালা ও দরজা সকল রাত্রে খোলা রাখিয়াই সচরাচর আমার স্ত্রী শয়ন করিতেন। আমি তৎকালে বাড়ীতে না থাকাতে চোরের ভয়ে ভীত হইয়া ঐ ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তাঁহার শয়ন করিতে হইত; এবং চোরের ভয়ে তিনি এত অধিক ভীতা হইয়াছিলেন যে রাত্রে নীচের তলায় পর্যন্ত একাকী যাইতে ভয় করিতেন। একদিন রাত্রে তাঁহার এত গরম বোধ হইল যে, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য একটি জানালা খুলিয়া দিবেন মনে করিয়া সভয়ে একটি জানালা খুলিলেন। কিন্তু জানালা খুলিবামাত্র দেখিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ জানালার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, এবং তাঁহাকে সহাস্যবদনে বলিলেন, "মাই, তোমারা ডর্ কাহেকা, হাম্ ত তোমারি সঙ্গ্ মে সদাই

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রয়তেহেঁ। এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এবং আমার স্ত্রীর অন্তরে যে ভয় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া তাহার স্থানে অসাধারণ সাহসিকতা তৎক্ষণাৎ স্থাপন করিয়া দিলেন। তখন স্ত্রী পূর্ববৎ সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দিয়া পরম প্রীত মনে শয়ন করিলেন। আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে আদ্যোপান্ত এই বৃত্তান্ত আমাকে তিনি শুনাইলেন।

একবার আমার স্ত্রীর জ্বর হইয়াছিল; তৎকালে অন্য কোন স্ত্রীলোক বাড়ীতে ছিল না। তিনি যে ঘরে শয়ন করিতেন, তাঁহার ঠিক পশ্চিম দিকে আর একটি ছোট ঘর; তাহার পশ্চিমের ঘরে আমি শয়ন করিতাম। তিনটি ঘরের মধ্যেরই দরজাগুলি খোলা থাকিত, সুতরাং রাত্রে পরস্পরের খবর লইতে কিছু অসুবিধা হইত না। একদিন মধ্যরাত্রে স্ত্রীর জ্বরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, এবং গাত্রদাহ প্রভৃতি যাতনায় তিনি খুব কষ্ট পাইতে লাগিলেন; কিন্তু পাছে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার যাতনা মুখে কোন প্রকার প্রকাশ না করিয়া, নিঃশব্দে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে যাতনা এত বাড়িয়া গেল যে তাহাতে তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। যখন এই যাতনা একেবারে অসহনীয় হইয়া পড়িল, তখন হঠাৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার যাতনা সমস্ত তখন তিরোহিত হইল এবং তিনি অতিশয় আরাম বোধ করিতে লাগিলেন। সুস্থ বোধ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিতে মনন করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। দণ্ডবৎ করিতে পারিলেন না বলিয়া স্ত্রী তখন অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

একবার আমি আমাদের দেশের বাড়ী হইতে এক হাতীর উপর চড়িয়া শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেছিলাম। হাতীর উপর কেবল মাহুত ও আমি ছিলাম; মাহুত হাতীর স্কন্ধের উপরে, এবং আমি পৃষ্ঠের উপরে বসা ছিলাম। শ্বশুর বাড়ীর অতি নিকটে এক কাঁচা রাস্তা দিয়া হাতী যখন চলিতেছিল, আমি তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, ঠিক আমার মুখের সম্মুখে, মাহুত ও আমার

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মধ্যে একটি বৃক্ষের একটি বৃহৎ শাখা রহিয়াছে। মাহুত স্বীয় শির ও দেহ অবনত করিয়া হাতীর মাথার উপরে শুইয়া পড়িয়া ঐ ডালটি অতিক্রম করিয়াছে। ঐ বৃহৎ ডালের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট শাখা বাহির হইয়াছে; তাহার দুই একটি আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, হাতী ও বেগের সহিত চলিতেছে। এমন সময় নাই যে আমি শরীর ও মস্তক নত করিয়া হাতীর পৃষ্ঠের উপর মাহুতের ন্যায় শুইয়া পড়িয়া ঐ বৃহৎ ডালটি অতিক্রম করি। এই অবস্থায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলাম, এবং মনে করিলাম যে এক্ষণে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই। ঐ ডালে আহত হইয়া অবিলম্বেই ভূমিতলে পতিত হইতে হইবে, এবং ঐ বৃহৎ ডাল হইতে শিকের মত যে ছোট ছোট শাখা বাহির হইয়াছে, তাহাতে ঘষা লাগিয়া আমার মুখের মাংস নানাস্থানে ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া আমি অগত্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ বৃহৎ ডাল দূরে থাকুক, উহার একটি ক্ষুদ্র শাখাও আমার গায় লাগিল না। আমি ক্ষণকাল পরে চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম ঐ বৃহৎ ডালটি আমার পশ্চাৎদিকে রহিয়াছে - হাতী ইহা পার হইয়া আসিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে ঘটিল তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। এই বৃহৎ ডাল ভেদ না করিয়া কোন প্রকারেই ইহাকে অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা ছিল না; অথচ যেমন শূন্যস্থান দিয়া শরীর যায় তদ্রূপ ইহাকে অতিক্রম করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি। ইহা কিরূপে ঘটিল, তাহা আমার বুদ্ধি দ্বারা কোন প্রকারেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই বিষয় কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ অপরকে ইহা বলা বৃথা। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিবস পরেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিলাম। এইখানে আসিলে তিনি নিজ হইতে বলিলেন, "বাবা! ডাল তোমার কি করিতে পারে, ভগবান্ সর্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে, সঙ্গে আছেন, এবং তোমাকে রক্ষা করিতেছেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া পূর্বোক্ত বিষয়ে আমার মনের জিজ্ঞাসা শান্ত হইল, এবং শ্রীগুরুদেবের দয়া এবং অপরিসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাঁহার আশ্রয়লাভ করাতে আমি আপনাকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলাম।

এইরূপ বহুবিধ ঘটনা আমার জীবনে শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। এইস্থলে আর অধিক করিয়া এইরূপ ঘটনা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর বর্ণিত আর কয়েকটি ঘটনা এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

শ্রীযুক্ত অভয় বাবু একবার একটি রেলওয়ে কর্মচারীর সঙ্গে কয়েকদিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন। সেই রেলওয়ে কর্মচারীর বাসস্থান রেলওয়ে লাইনের নিকট এক অতি নিভৃতস্থানে ছিল, তাহার নিকটে দুই তিন ক্রোশ মধ্যে কোন গ্রাম ছিল না, চতুর্দ্দিকে কেবল পাহাড় ও জঙ্গল ছিল। সেই কর্মচারীর রেলওয়ে পর্যবেক্ষণ করাই কর্ম ছিল। এক দিবস তিনি তাঁহার কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, তাঁহার চাকরটিরও বাড়ী যাওয়া প্রয়োজন জানাইয়া বৈকালে সে তথা হইতে চলিয়া গেল। তখন অতিশয় গ্রীষ্মের সময় ছিল। রাত্রে গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করা অসম্ভব ছিল; সুতরাং অভয় বাবু গৃহের সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষতলে খাটিয়া পাতিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। কিন্তু এই জনমানবশূন্য জঙ্গলাবৃত স্থানে অন্ধকার রাত্রে একক থাকিতে তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল; এবং অতিশয় গ্রীষ্ম হেতু কষ্ট বোধও করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি হঠাৎ বোধ করিলেন যে তাঁহার শিরোদেশের পার্শ্বে বসিয়া কেহ তাঁহাকে পাখা ব্যজন করিতেছে। তিনি তখন মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজই তথায় বসিয়া পাখা করিতেছেন। তিনি তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ সেই রাত্রিতে তিনবার তাঁহাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পাখা ব্যজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দেখিবামাত্র অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে সেইস্থানে রক্ষা করিতেছেন; পরে তিনি নির্ভীক হইয়া আশ্বস্তচিত্তে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; আর তাঁহার কোন উদ্বেগ হইল না।

কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের কারবারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া শ্রীযুক্ত অভয়

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বাবু বহু পরিমাণে ঋণী হইয়া পড়িলেন। তাহাতে উত্তমর্ণগণ তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী বাহির করিবে বলিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া, নানা তীর্থস্থানে গিয়া অল্প অল্প কালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় তিনি একবার অযোধ্যায় বাস করিতেছিলেন, এবং সেই অবস্থায়ই, ইহার কিয়ৎকাল পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করা কালে, তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট অযাচিতভাবে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। অযোধ্যায় এইবার কয়েক দিবস বাস করিবার পর, তাঁহার মনে অতি হতাশের ভাব উপস্থিত হইল। তিনি মনে ভাবিলেন, "আমি এইরূপে কতকাল অবস্থিতি করিব। ভগবান্‌কে কতই ডাকিলাম, তিনি যদি বাস্তবিক থাকিতেন, তবে অবশ্য আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিতাম, এবং তিনি আমার দুঃখ বিমোচন করিতেন। আমার বোধ হইতেছে ধর্ম কর্ম সমস্ত মিথ্যা। এই জীবন আমার পক্ষে অন্ধকারময় বলিয়াই বোধ হইতেছে, অতএব আমি স্থির করিলাম যে এই দেহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। অতএব আগামী কল্য সরযু নদীর উপর যে পুল আছে, সেই পুল হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীতে পড়িয়া আমার সমস্ত কষ্টের শান্তি করিব।

এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি আপন শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, এইরূপ শুইয়া শুইয়া থাকিয়া কাল কাটাইবে আর ভগবান্ তোমাকে দর্শন দিবেন!! আমি তোমাকে নাম বলিয়া দিয়াছি, তুমি কেন নাম কর না; অমনি কি ভগবানকে পাওয়া যায়? এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন অভয় বাবু ভীত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং নাম করিতে লাগিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই বিশ্বব্যাপী অমৃতময় ব্রহ্মজ্যোতিঃ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল এবং নাম তিনি আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। কিছুকাল তাঁহার এইভাবে সর্বত্র ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে অতিবাহিত হইল। তৎপরে এক দিবস হঠাৎ ইহা অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং তিনি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কেমন ভগবান্ আছেন বলিয়া ত এখন তোমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে? তোমার কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি আপন ঘরে থাক অথবা অন্যত্র যেখানেই থাক, কেহ তোমাকে ঋণের জন্য উত্যক্ত করিবে না; তুমি নির্ভয়চিত্তে ঘরে গিয়া বাস করিতে পার।" অতঃপর অভয় বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও দেখিলেন যে তাঁহার উত্তমর্ণসকল তাঁহার সহিত অতিশয় সদ্ব্যবহারই করিতে লাগিল।

একবার গয়াধামে বাস করা কালে শ্রীযুক্ত অভয় বাবুকে স্বপ্নাবস্থায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দর্শন দিয়া একজন সাধুকে দর্শন করাইয়া বলিলেন, "ইনি মহাত্মা, তুমি ইহার সঙ্গে থাকিতে পার, ইহার সঙ্গ করিলে কল্যাণ হইবে।" এই স্বপ্ন দর্শনের পর, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ঘটনাক্রমে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বপ্নে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যে মহাত্মাকে দেখাইয়াছিলেন, ইনিই সেই সাধু বলিয়া পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সঙ্গে এক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন যমুনাতটে বেড়াইতে বেড়াইতে, তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "গয়াধামে স্বপ্নে আপনার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম।" তিনি এই কথা বলিবামাত্র, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁ, স্বপ্নে আমি তোমাকে দর্শন দিয়াছিলাম, এক্ষণে ত সেই স্বপ্ন তুমি সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছ। সেই মহাত্মার সহিত ত এক্ষণে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি সাচ্চা সাধু, সাধু একেই বলে, ইহার সঙ্গে থাকিলে তোমার কল্যাণ হইবে। চল আমিও তোমার সঙ্গে তাঁহার নিকট যাইব।" এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া যাইয়া উক্ত গোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বিধিপূর্বক অভিবাদন করিয়া উপবেশন করাইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞেসা করিলেন, আপনার দেশ কোথায়, আপনি এইখানে কতদিন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হইল আসিয়াছেন, কিরূপে আপনার জীবিকা নির্বাহ হয়—ইত্যাদি। শ্রাযুক্ত অভয় বাবু তাঁহার তৎকালীন ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু বলিলেন, ইনি গর্গ নারদ যে শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণীর ভুক্ত। এইরূপে অন্যান্য শিষ্যদিগের মধ্যেও কাহাকেও কাহাকেও সময় সময় দর্শন দিয়া, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ বিষয়ে চৈতন্য-সম্পন্ন করিয়াছেন।

অধিকন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করিবার পরেও আমাদিগকে সময় সময় পূর্বোক্ত প্রকারে দর্শন দিয়া উৎসাহিত করিতে এবং তাঁহার স্মৃতি সর্বদা জাগরূক রাখিতে ত্রুটি করিতেছেন না।

এই শ্রেণীর ঘটনা আর অধিক বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। এই স্থলে অধিকন্তু এই মাত্র বলিতেছি যে কেবল তাঁহার শিষ্য আমাদিগকে যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এইরূপ দর্শন দিতেন তাহা নহে। আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে একটি মাত্র ঘটনা এইস্থলে উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় বিভাগ শেষ করা যাইতেছে।

আমি কলিকাতায় কম্বলীয়াটোলায় থাকা কালে বৈঠকখানা ঘরে যে স্থানে আমি সর্বদা বসিতাম তাহার উপরে দেওয়ালের গায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের একখানি ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ছিলাম। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধায় নামে আমার একজন ধর্মবন্ধু ছিলেন। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে অতি নিষ্ঠাসম্পন্ন সাত্ত্বিক স্বভাবের ভক্তিমান্ লোক ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ হওয়াতে তিনি সাঁওতাল পরগণার একস্থানে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গমন করিয়া তথায় কিয়দ্দিবস বাস করেন। তৎপরেই কলিকাতা আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঐ কম্বলীয়াটোলার বাটিতে আসেন। তিনি বৈঠকখানা ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ঐ ছবিটি দর্শন করিয়া আমাকে একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই মহাপুরুষের দর্শন কোথায় পাইলেন?" আমি বলিলাম, "এই খানা আমার গুরুদেবের ছবি।" তিনি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বলিলেন, "আমি ইঁহাকে সাঁওতাল পরগণায় যে স্থানে ছিলাম, সেইস্থানে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমি যে বাড়ীতে ছিলাম তাহার নিকট একটি অশ্বত্থ গাছতলায় তিনি তিনদিবস আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তিনি আমাকে বড় স্নেহ ও আদর করিতেন।" বাস্তবিক তৎকালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। সুতরাং আমি বলিলাম যে, "আমার শ্রীগুরুদেব ত এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। তিনি সাঁওতাল পরগণায় এক্ষণে যাইবার ত কোন সম্ভাবনা নাই। আপনি তথায় কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইলেন বুঝিতেছি না।" তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে ইহাকেই আমি সাঁওতাল পরগণায় সম্প্রতি তিন দিবস ক্রমান্বয়ে দর্শন করিয়াছি। এই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই"। আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। পরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, " বাবা! কখনও কখনও অন্যস্থানে অন্যলোকেও আমার দর্শন সময় সময় লাভ করিয়া থাকে; ইহার রহস্য এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, পরে বুঝিবে।"

আমি দীক্ষা প্রাপ্ত হইবার পরে ক্রমশঃ বঙ্গদেশীয় অনেক লোক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইহাদিগের অধিকাংশই পল্লীগ্রামবাসী এবং সাধারণতঃ অশিক্ষিত। ইহাদিগের আচার ব্যবহার এবং সাধারণতঃ বঙ্গদেশবাসীর আচার ব্যবহার অনেকস্থলে শাস্ত্র এবং সাধুদিগের পদ্ধতি বিরুদ্ধ। মৎস্যহারী বলিয়া বঙ্গদেশের লোককে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অনেক স্থানের লোক যথেষ্ট ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এ সিমস্ত কদাচারের বিষয় জানিয়াও অনেক উপায়হীন দরিদ্র বঙ্গ বাসীকে আশ্রয় প্রদান করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালায় যে মৎস্যাহারের প্রথা আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকাশ পাইবে।

এক দিবস শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রমে সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এবং

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কয়েকজন ব্রজবাসী বসিয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বাঙালীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে একজন ব্রজবাসী বলিলেন যে অন্যান্য বিষয় যেমনই হউক, বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত মাছ খায়, ইহা অতি ঘৃণিত আচার। আমি তাহার উত্তরে বলিলাম, "আপনাদের দেশে ইহার ব্যবহার নাই, এইজন্য ইহাকে আপনারা এত ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনাদের দেশেও এমন অনেক আচার আছে, যাহা বাঙ্গালীর চক্ষে অতিশয় ঘৃণনীয়। আপনাদের দেশে চামড়ার মশকের জল ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালীরা ইহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। আপনাদের দেশে প্রস্রাব করিয়া ব্রাহ্মণেরা জলশৌচ করে না; চলিতে চলিতে একস্থানে বাহ্যে করিয়া দূর গ্রামে গিয়া জলশৌচ করে এবং সেই একই পরিধানের কাপড় না কাচিয়া স্ত্রীলোকেরা বহুদিন পর্যন্ত ইহা ব্যবহার করে, তাহাতে দুর্গন্ধ পর্যন্ত হয়, তথাপি তাহা পরিবর্তন করে না। বাঙ্গালীরা অনেকে এইরূপ আচারকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। প্রত্যেক দেশেই এইরূপ অনেক আচার আছে, যাহা অন্য দেশের লোকের নিকট ঘৃণনীয়।" সেই ব্রজবাসী তদুত্তরে আমাকে বলিলেন "আমাদের দেশের এই সকল আচার কদাচার হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে ত কোন জীব হিংসা হয় না; কিন্তু তোমাদের দেশে যে মাছ খায়, ইহা জীবহিংসা সুতরাং ইহাতে বহু পাপ জন্মে।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "জীবকেই জীবের আহারের নিমিত্ত ভগবান্ প্রায় সর্বত্রই বিধান করিয়াছেন। উদ্ভিজ্জও জীব, ইহা স্পষ্টরূপেই হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এবং কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া পরীক্ষা করিলেও দেখা যায় যে ইহাদের আহার-বিহার, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিদ্রা। প্রভৃতি জীব-ব্যাপার অন্য জীবের সহিত সমভাবেই আছে। ফলমূলাদি বীজ সমস্ত জীবময়। একটি গোধূম, যাহা আপনি আহার করেন তাহাকে ভূমিতে পুঁতিয়া রাখিলে বৃক্ষরূপ ধারণ করে, সুতরাং ইহাও জীব। জলে জীব আছে, বায়ুতে জীব আছে, চক্ষে দেখা যায় না বলিয়া যে এই সকলের মধ্যে জীব নাই তাহা নহে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সকল জীব

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল বায়বীয় জীব আমাদের প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে বিনষ্ট হইতেছে। আমরা জল পান করিলে বহু জলীয় জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং জীবহিংসা সম্যক্ পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। তবে শাস্ত্রের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবহিংসা করিলে অবশ্য তাহাতে পাতক জন্মে। কিন্তু মৎস্যাহার শাস্ত্রে একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে কোন কোন মৎস্যাহারের ব্যবস্থা থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গদেশে মৎস্যাহার আছে বলিয়াই যে বঙ্গদেশের আপনারা এত নিন্দা করেন, ইহা কিরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে?

ব্রজবাসী তৎপর আর দুই একটি উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া একপ্রকার নিরস্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চুপ করিয়া আমাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। ব্রজবাসী নিরস্ত হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—তোমাদের কথোপকথনের বিষয় সম্বন্ধে আমি একটি কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর। এই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একজন অতি পন্ডিত এবং সূর্যমন্ত্রে সিদ্ধ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক বিদ্যার্থী বেদ ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত; তন্মধ্যে একটি বাঙালী ব্রাহ্মণকুমারও ছিল। সেই ব্রাহ্মণ কুমার সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন, গুরু-শুশ্রূষায় রত এবং গুরুর সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণকুমার সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন এবং তিনিও গুরুর ন্যায় সূর্য-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তৎপরে গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরিণীত হইয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতি গুরুর অতিশয় স্নেহ ছিল, সুতরাং গুরু কিয়দ্দিবস পরে শিষ্যকে দেখিতে মনন করিয়া বঙ্গদেশে গমন করিলেন। কিন্তু শিষ্য-গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় মৎস্যাহারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। তদ্দর্শনে গুরু অতিশয় রুষ্ট হইয়া শিষ্যকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি এইরূপ কদাচারী হইবে জানিলে আমি কখনই তোমাকে বিদ্যা অর্পণ করিতাম না। শিষ্য বিনীতভাবে বলিলেন, "গুরুদেব!

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমি জ্ঞাতসারে কোন অসদাচারে লিপ্ত হই নাই; আপনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না।" গুরু বলিলেন, "তোমার গৃহে মৎস্যাহার পর্যন্ত প্রচলিত আছে দেখিতেছি; ইহা অপেক্ষা কদাচার আর কি হইতে পারে?" শিষ্য বলিলেন, "মহারাজ! মৎস্যাহারকে আপনি কদাচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন কেন? আপনার কৃপায় শ্রীসূর্যনারায়ণ দেবের প্রসন্নতা আমি লাভ করিয়াছি। তিনি প্রতিদিন আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন; মৎস্যাহার যদি কদাচার হইত তবে তিনি কখনও মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিতেন না।"

শিষ্যের এই বাক্যে গুরু অনাস্থাসম্পন্ন হইয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আচ্ছা, তুমি যদি আমার সাক্ষাতে সূর্যনারায়ণকে আহ্বান করিয়া আমাকে দেখাইতে পার যে, সূর্যনারায়ণ মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিতেছেন তবে আমি পর্যন্ত ইহা গ্রহণ করিব।" গুরুর এই বাক্য শ্রবণে শিষ্য অতিশয় প্রফুল্লমনে উত্তম উত্তম মৎস্য আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলেন এবং গুরুদেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে মন্ত্রের দ্বারা সূর্যনারায়ণ দেবতাকে আবাহন করিলেন। তখন গুরু, শিষ্য উভয়ের সাক্ষাতে দেবতা উপস্থিত হইলে, সেই সমস্ত ব্যঞ্জনাদি তাঁহার ভোগের নিমিত্ত শিষ্য নিবেদন করিলেন। তখন শ্রীসূর্যনারায়ণদেব সেই সমস্ত ভোগ অঙ্গীকার করিলে, গুরু তদ্দর্শনে অবাক হইয়া রহিলেন এবং শিষ্যকে অকারণ তিরস্কার করিয়াছেন ভাবিয়া বলিলেন, "বাবা! আমারই এই বিষয়ে ভুল হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকে মৎস্যাহারকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখে; সুতরাং আমারও ধারণা ছিল যে, তোমাদের এই আচার অতি কদাচার; এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে সূর্যনারায়ণ মৎস্যের উপহার গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি স্বয়ং ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিব।" তদবধি গুরুও মৎস্যাহার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন মৎস্য ব্যবহার করিবার পর তিনি ইহাকে সুস্বাদু বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন যে, নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মৎস্যাহারের প্রথা প্রবর্তিত করিবেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি শিষ্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ বাটিতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ সমাজস্থ প্রধান প্রধান লোকসকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা দেশে মৎস্য ব্যবহার আছে বলিয়া যে আপনারা বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণার চোখে দেখেন ইহা সঙ্গত নহে। মৎস্যাহারে বাস্তবিক কিছু দোষ নাই!" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, "আপনি সুপন্ডিত হইলেও বাঙ্গালী শিষ্যের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার সংসর্গে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে বলিয়াই আমরা বোধ করিতেছি; নতুবা এমন কদর্য আহারকে আপনি নির্দোষ বলিয়া কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন?" পন্ডিতজী বলিলেন, "এই দেশে মৎস্যের ব্যবহার নাই বলিয়াই আপনাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে; বস্তুতঃ গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা যে সূর্যনারায়ণ দেবতার উপাসনা আপনারা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে স্বয়ং মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিতে আমি দেখিয়াছি। ইহা অপবিত্র হইলে তিনি কখনই তাহা অঙ্গীকার করিতেন না।" তখন সামাজিক ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে, "সূর্যনারায়ণ মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করেন, ইহা যদি আপনি আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন তবে আপনার কথা সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব; নতুবা কেবল আপনার কথা শুনিয়া আমরা এই কদর্য ব্যবহারকে কখনও সঙ্গত ব্যবহার বলিয়া মনে করিতে পারি না।" পন্ডিতজী বলিলেন, "আমি আগামী কল্যই এই স্থানে আপনাদের সাক্ষাতে সূর্যনারায়ণকে মৎস্যের ভোগ দিব, আপনারা দেখিবেন সূর্যনারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিবেন।" পর দিবস মৎস্যের ভোগ প্রস্তুত করাইয়া গ্রামিক লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নানাবিধ মৎস্যের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া মন্ত্রের দ্বারা সকলের সাক্ষাতে সূর্যনারায়ণদেবকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু এইবার সূর্যনারায়ণ আসিলেন না। তখন সামাজিক লোকেরা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে আপন ভবনে গমন করিলেন। পন্ডিতজীকে অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া অনশনব্রত অবলম্বন পূর্বক শ্রীসূর্য নারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তৃতীয় দিবসে দেবতা তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। পন্ডিতজী তাঁহাকে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যথাবিহিতরূপে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনার উদ্দেশ্য আমি ভোগ উপস্থিত করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি উপস্থিত হইয়া তাহা অঙ্গীকার না করাতে আমি অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়াছি, এবং সামাজিক লোক সকল আমাকে অতিশয় তিরস্কার করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।" তখন দেবতা বলিলেন "তোমার প্রদত্ত ভোগ অতিশয় অপবিত্র; আমি কিরূপে তাহা গ্রহণ করিতে পারি? পন্ডিতজীকে বলিলেন, "বঙ্গদেশে আপনি আমার সাক্ষাতে মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, এইখানে ইহাকে অপবিত্র বলিতেছেন কেন? দেবতা বলিলেন, "বঙ্গদেশে মৎস্যাহার অপবিত্র নহে এই নিমিত্ত প্রাচীনকাল হইতে মৎস্যাহার বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে; ইহা বঙ্গদেশে বিশেষ কোন অনিষ্ট উৎপাদন করে না কিন্তু এই দেশে ইহা অনিষ্ট উৎপাদন করে; এই নিমিত্ত প্রাচীনকাল হইতে এই পর্যন্ত ইহা এতদ্দেশে বর্জিত হইয়াছে। এই দেশের পক্ষে মৎস্যাহার অতি অপবিত্র বলিয়া জানিবে। অতএব এই দেশে তোমার প্রদত্ত মৎস্যের ভোগ আমি গ্রহণ করি নাই।" এই বাক্য শ্রবণে পন্ডিতজীর সংশয় দূর হইল এবং শ্রীসূর্যনারায়ণের কৃপায় তাঁহাকে সামাজিক লোকেরাও পুনরায় গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ আদর করিতে লাগিলেন।

এই আখ্যায়িকাটি কীর্তন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন যে, "ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে খাদ্যাদি বিষয়ে যে সকল আচার ও প্রাচীনকাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে সেই সকল আচার তত্তৎপ্রদেশে অনুসরণ করাতে কোন দোষ ঘটে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই সকল আচার সেই সেই প্রদেশে প্রবর্তিত করা হইয়াছে; তন্নিমিত তাহারা নিন্দনীয় নহে।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জনৈক বাঙ্গালী শিষ্য একবার আমার সাক্ষাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি মৎস্য মাংস ব্যবহার করিতে পারেন কিনা? তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, "মাংস ব্যবহার না করাই শ্রেয়স্কর; তবে মৎস্য ব্যবহার বাঙ্গালা দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। দেশাচার অনুসরণ করিতে আমার বারণ নাই, তবে বৈষ্ণবের পক্ষে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইহার ব্যবহার না করাই প্রশংসনীয়। কিন্তু বঙ্গদেশে যেরূপই হউক তীর্থস্থানে মৎস্যের ব্যবহার সঙ্গত নহে।"

কোন কোন সময়ে এবং কোন কোন স্থলে বাহিরের লোকের সহিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহার আমাদের চক্ষে প্রথম প্রথম কিছু কঠোর বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু পরে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম যে তিনি আচার্য মহন্ত ছিলেন, সুতরাং অপর সাধুকে শাসন ও পরীক্ষা করিতে যোগ্য, সুতরাং তাহাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার অনেক সময়ে আত্মগোপনের এবং কখনও বা অপরের শাসনেরও পরীক্ষার নিমিত্ত হইত এবং সময় সময় বাহ্য কঠোরতার মধ্যে বাস্তবিক দয়াই লুক্কায়িতভাবে থাকিত। যাঁহারা একটু উচ্চ সাধনসম্পন্ন অথচ পূর্ণ সাধনযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই তাঁহাদের প্রতিই অধিকাংশ সময় কঠোর ব্যবহার করিতেন; কিন্তু ইহা তাঁহাদের অভিমান দূর হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। তাঁহার অপরের প্রতি বাহ্য ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

একদিন এক খ্যতনামা সাধু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? এইখানে তুমি থাকিতে পারিবে না।" খ্যাতনামা সাধু হাত জোড় করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "মহারাজ, আমি এইখানে থাকিব না, কিছু ভাঙ্ আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, আপনার শিল-লোড়ীতে ইহা পিষিয়া লইয়া যাইব।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "ভাঙ্ পিষিতে হয় তুমি অন্যস্থানে যাও, এখানে আসিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। যাও, এখনই তুমি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাও।" এই বলিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবুকে বলিলেন, "তুমি বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও।" অভয় বাবু তাঁহাকে ভাল সাধু বলিয়া জানিতেন। তাঁহার প্রতি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তিনি মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নমনে কেবল তাঁহার আদেশ পালনের নিমিত্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তখন বাবাজী মহারাজ অন্যদিক দিয়া শৌচে চলিয়া গেলেন। অভয় বাবু দরজা বন্ধ করিয়া দিলে, উক্ত সাধু দরজার নিকট বাহিরে বসিয়া গীতাপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অভয় বাবু মনে মনে ভাবিলেন যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শৌচ হইতে আসিয়া ঘরে গিয়া আপন আসনে বসিলেন এবং অভয় বাবুর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাসিয়া অভয় বাবুকে বলিলেন, "অভয়রাম! সেই বৃদ্ধ সাধুটি, যাহাকে আমি আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, সে চলিয়া যায় নাই; দরজার কাছে বাহিরে বসিয়া আছে। তুমি দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া আইস।" তখন অভয় বাবু উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তিনি বাহিরে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। অভয় বাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহাকে ভিতরে আসিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনুমতি করিতেছেন। তখন সেই বৃদ্ধ সাধু ভিতরে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দন্ডবৎ করিলেন এবং ভাঙ পিষিয়া নানা কথোপকথনের পর চলিয়া গেলেন।

আর এক দিবস এক খ্যতনামা সাধু আশ্রমে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ! আমার নিকট একটি সচ্চরিত্র বালক আছে; সে তোমার চেলা হইবার যোগ্য; আমি তাহাকে বলিয়াছি যে চারিশত বৎসর বয়সের সাধু তাহাকে দেখাইব। তুমি যদি অনুমতি কর, তবে তাহাকে এইখানে আনিয়া তোমাকে দেখাইতে ইচ্ছা করি।" এইকথা শুনিবা মাত্র শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সতেজে তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, "তুমি মিথ্যা কথা না বলিয়া, যদি মেগে খেতে না পার, নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া মেগে খাও গিয়া। আমার উপরে এই মিথ্যা কথা কেন লাগাইতেছ? আমার চারিশত বৎসর বয়স তোমাকে কে বলিয়াছে? আমার উপর তুমি মিথ্যা কথা বলিতে যাও কেন? তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তথাপি তোমার মিথ্যা কথার অভ্যাস ছাড়ে না।" তিনি এই সকল কথা এত জোরের সহিত বলিলেন যে ঐ সাধু আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস না করিয়া, ধীরে ধীরে ম্লানমুখে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গৃহ হইতে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, "সাধুদিগের মধ্যে প্রকৃতির অনেক ভেদ আছে, আমি ত বাবাজীর বড়াই করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে প্রীত না হইয়া একেবারে নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিলেন।" এই কথা বলিয়াই তিনি আশ্রম হতে চলিয়া গেলেন।

একবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় গিয়াছিলেন এবং কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহাশয়ও কলিকাতায় ছিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার পর আমরা অনেকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া আছি এবং তিনি বসিয়া থাকিয়া আমাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন; এমন সময় দুটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি বাড়ীর বাহিরের দরজায় দণ্ডায়মান আছেন। ইহারা দুইজনই শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া আমরা অবধারণ করিলাম এবং আমরা কেহ কেহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার নিমিত্ত আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইলাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই কথা শুনিয়া, "আচ্ছা", এই মাত্র বলিয়া আর উপবিষ্ট না থাকিয়া, বিছানায় গৃহদ্বারের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত ভোলা গিরি মহাশয় তৎপরে তাঁহার শয্যার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শয়ান থাকিতে দেখিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়াই হাতযোড় করিয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম। এইরূপ মিনিট দুই অতিবাহিত হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উঠিয়া বসিলেন এবং গিরি মহারাজকে আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন। আমাদের বাটীতে তখন অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকে আসিয়া গিরি মহারাজকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি পাঁচ ছয় পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমরা একটি শালী ছিল; তাহাকে শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহারাজ কয়েকটি উপদেশ বলিয়া দিতে লাগিলেন।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যেমন "কাহারও সহিত কলহ করিও না," ইত্যাদি। তিনি উপদেশ করিতে করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "উপদেশ করিবার কি ফল? এই সকল উপদেশ কি এক্ষণে কার্যকরী হইবে?" অতঃপর স্ত্রীলোকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীযুক্ত গিরি মহারাজ পুনরায় আসিয়া পূর্বস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ আমাদের সহিত কথোপকথনের পর তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন। তিনি যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার স্বন্ধদেশের উপর আপন বাহু রাখিয়া তাঁহার সহিত বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। পরে একদিন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহারাজ আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, আপনিও একবার তাঁহার বাসস্থানে কি যাইবেন না? শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, "ইনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হইয়াও যখন মান অপমান বোধ ত্যাগ করিয়া আমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছিলেন, তখন একবার আমিও তাঁহাকে দর্শন দিতে তাঁহার স্থানে যাইতে পারি।

একদিন শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভের মেলার সময় অনেকগুলি নিমন্ত্রণের চিঠি (টিকেট) একজন ধনাঢ্য লোকের কর্মচারী আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের হাতে দিল। নিমন্ত্রণে যাইবার অভিপ্রায়ে অন্যান্য অনেক সাধু আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয় এক এক জন এক একখানা টিকেট লইয়া যাইতে লাগিল কিছুকাল পরে একজন পরমহংস আসিয়া একখানা টিকেটের জন্য প্রার্থী হইল। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ খুব তেজের সহিত তাহাকে বলিলেন, "আমি কি চিঠি বিক্রয় করিতে বসিয়াছি? তুমি যাও এখান হইতে, চিঠি পাইবে না; আমার নিকট চিঠি নাই, কেবল রোজগারের চিন্তায় ত তুমি টিকিট টিকিট করিয়া ফিরিতেছ।" এই সকল তীব্র কথা শুনিয়া পরমহংসটি কিছু বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রসন্নভাবে তাহাকে একখানা চিঠি দিয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত অভয় বাবু ও আমি সেই সময় উপস্থিত ছিলাম। পরমহংসটি চলিয়া গেলে, আমরা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! আপনার নিকট ত অনেকগুলি টিকিট ছিল যাহারা চাহিয়াছে তাহাদের সকলকেই টিকিট দিয়াছেন; তবে এই পরমহংসটির সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেন কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, এই পরমহংসটি ভাল লোক, এই ব্যক্তি অপরের অবজ্ঞা ও তিরস্কার অক্ষুণ্ণভাবে সহ্য করা কি পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি ইহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছি; তোমরা বালক তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে না।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী ঠাকুর প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে, নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। কিন্তু পঙ্গৎ হইয়া যাইবার পরেও বহু প্রসাদ ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল; সুতরাং দুই তিন দিন ধরিয়া তাহা বিতরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক দিবস ক্রমশঃ অনেক সাধু আহারার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া তাহাদের অনেককেই একে একে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ভাণ্ডারে অনেক লাড্ডু, কচুরী প্রভৃতি প্রসাদ সঞ্চিত থাকিলেও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সাধুদিগকে বিমুখ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবু মনে মনে কিছু বিরক্ত হইতে লাগিলেন, কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। কিছুকাল পরে ধুনীর ঘরে আমরা উভয়ে বসিয়া আজি এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও বসিয়া তামাক খাইতেছেন; এমন সময় হঠাৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "অভয়রাম তুমি বলিতেছ, আমি কেন এই সকল সাধুকে খাইতে না দিয়া তাড়াইয়া দিতেছি বাবা তুমি বালক! কিছু বুঝিতে পার না। ইহারা কেহই বাস্তবিক সাধু নহে। ইহারা সাধুবেশধারী ভণ্ড মাত্র ইহারা কেহ ক্ষুধার্তও নহে। সকলেই ঘরে খাইয়াছে; কেবল রোজগারের নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে আমি ক্ষুধার্ত সাধুকে তাড়াইয়া দেই নাই; তুমি দেখিতে পাইবে, এখনই একটি যথার্থ ক্ষুধার্ত সাধু আসিবে; তাহাকে বেশ করিয়া ভোজন করাও।" এই কথাবার্তা হইবার দুই তিন মিনিট পরেই আশ্রমের একটি সাধু আসিয়া সংবাদ দিল যে আর একটি সাধু ভোজনার্থী হইয়া আসিয়াছে এবং

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাহাকে ভোজন করাইবে কিনা তদ্বিষয়ে সে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিল। তখন তিনি অভয় বাবুকে বলিলেন "অভয়রাম! এইটি বাস্তবিক সাধু, তুমি ইহাকে ডাকিয়া ইহার পরিচয় লও, তবেই বুঝিতে পারিবে।" তখন সেই আগন্তুক সাধুটি আপনা হইতেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা গুরুদ্বারা কোথায়?" সে বলিল, "আমার গুরুদ্বারা ডাকোজী।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "অভয় রাম! দেখ, এইটি যথার্থ সাধু কিনা; এইটি ভাল স্থানের চেলা, ইহাকে অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে এই ব্যক্তি ভণ্ড ও কেবল সাধুবেশধারী নহে। যাও, ইহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাও।"

একবার ব্রজ পরিক্রমার সময় গিরিবাজবাসী একটি অতি দরিদ্র অসহায় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিল সে অতিশয় পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত পরিক্রমা কালে তাঁহার সেবা করিত। তাহার হাঁপানি রোগ ছিল। কিন্তু এই রোগ থাকা সত্ত্বেও সে অপরাপেক্ষা শারীরিক অধিক পরিশ্রম করিত। পরিক্রমায় প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হয়। পরিক্রমায় যাইবার পূর্বেও সে কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমের কাজকর্ম পরিশ্রমের সহিত করিয়াছিল। পরিক্রমার পরেও সে আশ্রমে আসিয়া থাকিতে লাগিল, কিন্তু পরিক্রমার পর হইতে তাহার হাঁপানি রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাতে সে কাজকর্ম করিতে একেবারে অসমর্থ হইল। এক দিবস সে ধুনীর নিকট বসিয়া আছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাহাকে অতিশয় ধমকাইতে লাগিলেন বলিলেন, "তুই কেন এইখানে পড়িয়া আছিস্? কোন কাজ করিস্ না, কেবল বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া সাধুর অন্ন ভোজন করিস; যা, এখনই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যা; ইত্যাদি" সেই ব্রাহ্মণটি তখন নিরুপায় হইয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি এবং শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তৎকালে উপস্থিত ছিলাম এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর মনে অতিশয় বিরক্তি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আসিল। তিনি ভাবিলেন যে ইহার প্রতি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহার বড় নিষ্ঠুর হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণটির একটি পয়সাও হাতে নাই। সে যতদিন পরিয়াছে কঠিন পরিশ্রমের সহিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কার্যকর্ম করিয়াছে। এক্ষণে হাঁপানি রোগে সে একেবারে অসমর্থ হইয়াছে; এই অবস্থায় তাহাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া বড় নিষ্ঠুরের কর্ম। তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধুনীর ঘর হইতে উঠিয়া আশ্রমের স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তথায় এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "অভয়রাম! তুমি কিছু বুঝিতে পার না, বালক; এই গিরিরাজবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন লোক। এই ব্যক্তি অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আহারেরও কোন সংস্থান ইহার ছিল না, কিন্তু সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিত। আমি তাহাকে আনিয়া আশ্রমে আশ্রয় দেই; কিন্তু এইখানে অতিরিক্ত ভোজন পাইয়া এক্ষণে সে ভজন করা একেবারে ভুলিয়াছে। আশ্রমে থাকিলে আর তাহার ভজন সহজে ঘটিবে না। এইখান হইতে তাড়িত হইয়া নিরাশ্রয় বিবেচনা করিয়া সে এক্ষণে পুনরায় ভজনে মন দিবে। তাহার আহারের অভাব হইবে না। তাহা ভগবৎ কৃপায় জুটিয়া যাইবে, কিন্তু তথাপি নিরাশ্রয় ভাবিয়া সে প্রাণপণে পুনরায় ভজন করিবে; এই নিমিত্ত আমি এইখান হইতে তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছি। লোকের প্রকৃত উপকার কিসে করা হয় তাহা তুমি জান না।" এই কথা শুনিয়া অভয় বাবুর সংশয় ও বিরক্তি দূর হইল।

একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "পরোপকারকি-বাস্তে শান্তন ধরে শরীর্" (পরের উপকারের নিমিত্তই শান্ত ও মহাত্মাসকল জীবন ধারণ করেন)। কেমারবনে দাবানল কুণ্ডের উপরে একটি সাধুদিগের আশ্রম আছে, তথাকার প্রাচীন মহন্ত কল্যাণদাসজী অনেক সাধু অতিথির সৎকার করিতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া আমাদের মধ্যে কোন একজন কল্যাণদাসজীর নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইনি খুব

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরোপকারী সাধু, অনেক অভ্যাগত সাধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় পায়। এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "আমি এইরূপ উপকারের কথা বলিতেছি না। এই উপকার অতি সামান্য উপকার ইহার ফল উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে অতি যৎসামান্য; তাহার অতি অল্প দুঃখই ইহার দ্বারা মোচন হয়, কিন্তু ইহার ফলে কর্মকর্তার পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তিনি হয়ত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পশ্চাতে সিপাহী পাহারা প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে চলে। তাঁহার অনেক রথ, হাতী, ঘোড়া ঐশ্বর্য্য হয়। কিন্তু প্রকৃত মহাত্মারা কর্মে লিপ্ত হয়েন না এবং তাহাদের কৃত উপকার এই প্রকারের উপকার নহে। তাঁহারা জীবের দুঃখ তাপের মূল বিনাশ করিয়া উপকার সাধন করেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্মপ্রণালীর যথার্থ ভাব সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আপনাকে কিরূপে অন্যের বাহ্য ব্যবহারে গোপন করিতেন, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

একবার আমি শ্রীবৃন্দাবনে থাকাকালে শ্রীহট্টস্থ করিমগঞ্জ মহাকুমার মোক্তারী-ব্যবসায়ী একটি ভদ্রলোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে আশ্রমে উপস্থিত হইল। আমি তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলাম। সেই ভদ্রলোকটি আশ্রমে আসিয়া প্রথমে আমাকে প্রণাম করিল, আমি তখন ঘরের বাহিরে বসিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই "উ, আঁ" করিয়া শারীরিক কষ্ট প্রকাশ করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং যেন অতিশয় কষ্টবোধ করিতেছেন এইরূপ প্রকাশ করিয়া এমনভাবে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন যে সেই ভদ্রলোকটি তাঁহাকে প্রণাম করিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়া তাঁহার কষ্টের যাহাতে উপশম হয় এমন দু'টি একটি ঔষধ বলিয়া মিনিট পাঁচ সাত পরেই আশ্রম হইতে বিদায় হইয়া গেল। ভদ্রলোকটি বিদায় হইয়া যাইবার পরেই তিনি হাসিয়া আমাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন, কোন প্রকার কষ্ট যাতনা তাঁহার থাকা আমরা দেখিলাম না। ইহা দেখিয়া আমি মনে মনে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভাবিলাম যে এক ব্যক্তি এমনই হতভাগ্য যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলি লইবার পর্যন্ত অধিকার তিনি তাহাকে দিলেন না। বাস্তবিক এইরূপ ব্যবহার তাঁহার একপ্রকার নিত্য অভ্যস্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! অপরাপর অনেক সাধকের নিকট আগন্তুক লোক উপস্থিত হইলে, বরং তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহার সর্বদাই ইহার বিপরীত ছিল। নিজের চেলাই হউক, অথবা অপর লোকই হউক, সর্বদাই তাঁহাদের সাক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া অতি সাধারণ অজ্ঞ সাংসারিক লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এইরূপ ব্যবহার যেন তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তাঁহার শিষ্যগণ এবং অপর লোকও নানাবিধ বস্ত্র তাঁহাকে উপহারস্বরূপ সময় সময় প্রদান করিতেন। সেই সকল বস্ত্র তিনি বাঁধিয়া রাখিয়া দিতেন, আশ্রমস্থ সাধুদিগকে তাহা দিতেন না। তাঁহাদের অভাব হইলেও প্রায় কখনও দিতেন না, বরং আমাদের গৃহস্থ শিষ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও কখন কখন দুই একখানা ভাল বস্ত্র দিতেন। এই সকল বস্ত্র আলমারিতে থাকিয়া অনেক সময় নষ্ট হইয়া যাইত। আমি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারের অভিপ্রায় প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিতাম না। পরে কালক্রমে ইহার অভিপ্রায় কিছু কিছু বুঝিতে লাগিলাম। আমি প্রায় কোন বিষয় তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া প্রশ্ন করিতাম না; কারণ আমার দীক্ষার পরেই আমাদের বলিয়াছিলেন যে মুখে কথা কহিয়া আমাকে উপদেশ দিবেন না, ভিতর হইতে অন্তরে অন্তরে প্রেরণ করিবেন। এই আভ্যন্তরিক প্রেরণায়ই আমি পরে বুঝিলাম যে, যে সকল সাধু তাঁহার নিকট তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেন, তাঁহারা তাঁহার নিকটে উপহারস্বরূপে উপস্থিত বস্ত্রাদি এবং অপর ভোগ্যবস্তুর প্রতি যাহাতে লোভযুক্ত না হন এবং লোভযুক্ত হইয়া যাহাতে তাঁহারা সেবা ও ভজন বিষয়ে বহির্মুখ লোকের ন্যায় হইয়া না পড়েন এবং আশ্রমকে ভোগবিলাসের স্থান করিয়া না ফেলেন ইহাই তাঁহার একটি আভ্যন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। বাস্তবিক এক্ষণে অধিকাংশ দেবালয় ও সাধুদিগের স্থান অনেক স্থলে সাংসারিক লোকের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অপেক্ষাও অধিক প্রমাণে ভোগবিলাসের আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে; ভজন সাধনের দিকে দৃষ্টি অতি অল্পস্থানেই আছে। কোন কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রের চর্চা আছে সত্য, কিন্তু আভন্তরিক শুদ্ধ ও ভগবন্নিষ্ঠার দিকে বিশেষ লক্ষ্য অতি অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানবাসী লোকদিগের মধ্যে অনেকেই এইরূপ ভোগ-বিলাস করিয়া সময় যাপন করেন এবং অধিকন্তু সাধারণ গৃহস্থ সকল তাঁহাদের এইরূপ ভোগবিলাসের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থ যোগাইতে যেন ধর্মতঃ বাধ্য আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিজের আশ্রমটি যাহাতে এই অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃ যত্নশীল ছিলেন এবং তাঁহার আশ্রমস্থ সাধুদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এই নিয়মেরই অধীন ছিল বলিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম। তিনি স্বয়ং অনেক সময় রাত্রে ভোরের সময় আহার করিতেন; সেই সময় তাঁহার ক্ষুধা হয় এইরূপ ভাণ করিয়া, মধ্যরাত্রে সকলকে জাগাইতেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া সেই সময় অপর সকলকে জাগরিত হইতে হইত এবং স্নানাদি করিয়া কাহারও রসুই কার্যে, কাহারও ঠাকুর সেবায়, কাহারও অপরাপর কার্যে বাধ্য হইয়া ব্যাপৃত হইতে হইত। অনেক সময়ে রাত্রে চোর আসিবে এই ভয় দেখাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সকলকে মধ্য রাত্রে জাগরিত করিয়া সেবার কার্যে নিযুক্ত করিতেন; সাধকদের সম্বন্ধে এক অহোরাত্রের মধ্যে দুই কি তিন ঘন্টাকাল নিদ্রাই তিনি প্রচুর বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং অন্নাহার দিবারাত্রির মধ্যে একবারই পছন্দ করিতেন। এইরূপ আহার ও নিদ্রার প্রণালী ক্রমশঃ অভ্যাস করিলে শরীর লঘু আলস্যবর্জিত ও ভজনোপযোগী হয় বলিয়া তাঁহার অভিমত ছিল।

কিন্তু অপর দিকে অধিক শারীরিক কষ্ট করিয়া ধর্মোপার্জন করাও তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি একবার একটি ঘটনা উপলক্ষে আমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন যে, শরীরকে অধিক কষ্ট দিয়া যে ধর্মোপার্জন করা হয়, তাহা তামসধর্ম, ইহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন না। যে ঘটনা উপলক্ষে এই কথা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে ঃঃ

একবার ব্রজ পরিক্রমার সময় প্রায় পাঁচ ক্রোশ চলিয়া গিয়া "কোষী" নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীয় আমরা ও সাধুবর্গ সকলে মধ্যাহ্নে আসন স্থাপন করিলে, বৈকালে কোন কোন সাধু প্রস্তাব করিলেন যে, "কোষী" হইতে দুই কি আড়াই ক্রোশ ব্যবধানে "শেষ-শায়ী" নামক স্থান আছে, সেই স্থানে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তথায় স্থাপিত শেষশায়ী ভগবানের মূর্তি দর্শন করাইয়া আনিবেন। তাঁহাদের কথায় আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "এই পরিক্রমা করিতেছ, ইহাই যথেষ্ট, আবার দুই তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাতায়াত করিলে শরীরে ক্লেশ পাইবে, ইহা তামসিক ধর্ম, ইহাতে ভগবান প্রসন্ন হয়েন না।" তিনি নিষেধ করাতে আমার যাওয়া হইল না এবং অপর যে কয়েকজন সাধু আমাকে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিবৃত্ত হইলেন।

বহুদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গলাভ করিবার পর ক্রমশঃ আমি এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম যে, তাঁহার চরিত্র মূর্তিমান্‌গীতার স্বরূপ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত আছে যে,

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণিতে স্থিতাঃ।।

৫ম অঃ ১৮।১৯

এবং ঐ পঞ্চম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে পুনরায় উক্ত হইয়াছে ঃঃ

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্ব করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে এই সকল গীতা বাক্যের মূর্তিমান্ স্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে আমার বোধ হইত। সাধু, অসাধু, ধনী,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দরিদ্র সকলের সহিত তিনি ব্যবহারকালে তাহাদের সমভাব অবলম্বন করিতেন। দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি পরিষ্কার করা হইতেছে ঃঃ

একদা জনৈক রাজা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দিরের অনতিদূরে এক বাটীতে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি বিশেষ ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্খী হইলে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত স্বয়ং তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিয়া অতি মূল্যবান আসনে উপবেশন করাইলেন এবং যতক্ষণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার বাটীতে ছিলেন, ততক্ষণ রাজা স্বয়ং কোন আসন গ্রহণ না করিয়া মৃত্তিকার উপর বসিয়া রহিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি নানাপ্রকার মর্যাদাসূচক ব্যবহার করিলেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ বাটির নিম্নতলে আসিয়া দরজার পার্শ্বে উপবিষ্ট দারোয়ানকে দেখিতে পাইলেন। ঐ লোকটি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দেখিয়া দণ্ডবৎ করিলে তিনি হাসিয়া তাহার পার্শ্বদেশে মৃত্তিকার উপর তাহারা একসঙ্গে বসিলেন এবং নিজের ঝুলি হইতে গাঁজা খুলিয়া এক চিলম গাঁজা সাজিয়া উভয়ে ধুমপান করিতে করিতে সমভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। রাজার নিকট এত সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া তখনই ঐ রাজারই বাড়ীতে তাহার দারোয়ানের সহিত সমভাবে বসিয়া তাহার সহিত যেরূপভাবে ব্যবহার করিয়া আসিলেন, ইহাতে রাজা কি মনে করিয়াছিলেন তিনিই জানেন; কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে এইরূপ মান অপমানের তুল্য ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

একদিবস কেমারবনের দাবানল কুণ্ডের উপর যে সাধাস্থান আছে, তথাকার একটি নব্য বালক সাধু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রম হইতে একটি ডালিম গাছের পাতা ঔষধের নিমিত্ত লইতে আসিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পাতা লইতে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমার গাছ ছোট, আমি তোমাকে ইহার পাতা লইতে দিব না। তুমি অন্য স্থান হইতে পাতা লইতে পার।" এবং তাহার সহিত এমন সমভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, সেই সাধুটি তাঁহার বয়সের মর্যাদা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ঠিক সমবয়স্কের ন্যায় তাঁহার সহিত ঐ পাতার জন্য বাদ বিসম্বাদ করিতে লাগিল এবং অবশেষে তাঁহাকে নানাপ্রকার গালাগালি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তিনিও ঠিক সমভাবে তাহার সহিত গালাগালি করিতে লাগিলেন। সে একবার গালি দিলে তিনি আরও অধিক করিয়া তাহাকে অশ্লীল কথা বলিয়া গালি দেন। পুনরায় সে গালি দেয়, এইরূপে কিছুক্ষণ গালাগালির পর সে চলিয়া গেল। আমি খুব সাবধান হইয়া তখন হাস্য সম্বরণ করিলাম। সেই সাধুটি চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঠিক বালকের ন্যায় হইয়া বলিলেন, "আমার গাছের পাতা নিতে আসিয়াছিল, কেমন গালি দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে একত্র আমি ও তাঁহার অপর ২/৩ জন শিষ্য একবার রেলগাড়ীতে একস্থানে যাইতেছিলাম। তিনি যে কামরায় বসিয়াছিলেন, তাহার ঠিক পার্শ্বস্থ কামরায় আমরা বসিয়াছিলাম, মধ্যে লৌহের রেলিং মাত্র ছিল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কামরায় পূর্বে দুইজন মুসলমান বসিয়াছিল, তাহারা গাড়ী হইতে প্রয়োজন বশতঃ নামিয়া গিয়াছিল। ঐ কামরা খালি দেখিয়া তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বসাইয়া আমরা পার্শ্ববর্তী কামরায় বসিয়াছিলাম; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ মুসলমান দুইজন পুনরায় ঐ কামরায় উঠিয়া পড়িল এবং গাড়ী চলিতে লাগিল। ঐ মুসলমান উভয়ই আগ্রা নিবাসী দীর্ঘকায় বলবান্ মধ্যবয়সের লোক ছিল। তাহারা গাড়ীতে বসিয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত ঝগড়া বাধাইতে আরম্ভ করল। তিনি তখন তাহাদের সহিত ঠিক সমান হইয়া গেলেন এবং ঠিক সমভাবে ঝগড়া করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে নানা অশ্লীল কথা বলিয়া গালাগালি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমান দুইজন অবশেষে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গালাগালি দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তাহাদের এক পোঁট্‌লা খুলিয়া কতকগুলি মাংস বাহির করিল। তাহারা মনে করিয়াছিল ঐ মাংস দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জব্দ হইবেন এবং তাহাদের কামরা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামরায় যাইবেন; কিন্তু তাহাদের এই আশা ফলবতী হইল না। তাহারা মাংস খুলিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমাদের খাদ্য গোস্ত পশুর আহার, তোমরা খাও, তাহাতে আমার কি? আমিও আমার আহার্য খাইব।" এই বলিয়া পূর্বে তাঁহার তৎকালের আহারের নিমিত্ত আমরা যে কয়টি পেয়ারা মুসলমান দুইজন কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্বে দিয়াছিলাম, সেই পেয়ারা সকল এক চাকুর দ্বারা কাটিয়া নিজে খাইতে লাগিলেন ও আমাদিগকে হাত বাড়াইয়া অন্য কামরায় প্রসাদ দিতে লাগিলেন। রেল গাড়ীতে চড়িয়া দূরস্থানে যাতায়াত করিতে শরীর রক্ষার নিমিত্ত আপদ্ধর্ম অবলম্বন করা দূষণীয় নহে বলিয়া তিনি পূর্বে আমাদের বলিয়াছিলেন এবং সময়ানুসারে আবশ্যক মত গাড়ীতে বসিয়া ফলমূলাদি তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন। মুসলমান দুইজন তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল। কিছুকাল পরে মুসলমানগণ গাড়ী হইতে নামিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে বলিলেন, "ইহারা মনে করিয়াছিল তাহাদের ভয়ে আমি আপন আসন ছাড়িয়া দিব; কিন্তু আমি তাহাদিগকে ভয় করিব কেন?আমি একলাই তাহাদের দুইজনকে শারীরিক বলে পরাভূত করিতে পারি। আমার গায়ে কি বল নাই যে তাহাদিগকে ভয় করিব?" তাঁহার এই সময়ের ব্যবহার দেখিয়া খুব ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক আমরা হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলাম।

বাস্তবিক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এইরূপ বালকের ন্যায় ব্যবহার আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম। এক দিবস স্নানান্তে তিলকস্বরূপ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একখানা সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলে, শ্রীযুক্ত অভয়বাবু তাঁহার মূর্তি দর্শন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এই কাপড়খানা পরাতে আপনাকে বড় সুন্দর

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দেখাইতেছে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই খুব আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আমার এক বনাতের "আলফি" আছে, তাহা যখন আমি পরি তখন আমি কেমন সুন্দর হই তাহা ত তুমি দেখ নাই! আমি "আলফি" পরিয়া তোমাকে দেখাইব, তখন আমাকে কেমন সুন্দর দেখায়, দেখিবে। তাঁহার এই বালকের ন্যায় উত্তর শুনিয়া অভয়বাবু এবং আমরা অপর সকলে হাসিতে লাগিলাম।

একদিন ত্রিপুরার মহারাজার অতি নিকট আত্মীয় এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শিষ্য একজন একখানা মণিপুরী ভাল তোয়ালের মত বস্ত্র শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে 'ভেট' করিয়া বলিলেন, "মহারাজ। আমাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা নিজ হাতে এই কাপড়খানা আপনার নিমিত্ত বুনিয়াছে ঃ আপনি এই কাপড়খানা নিজে ব্যবহার করিলে আমরা বড় সন্তুষ্ট হই।" তিনি তখনই কাপড়খানা হাতে তুলিয়া লইলেন এবং "রেপারের" মত করিয়া তাহা গায় দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহা বড় সুন্দর কাপড়, আমি ইহা ব্যবহার করিব এবং ইহা কেমন সুন্দর সকলকে দেখাইয়া আসিব।" এই বলিয়া আশ্রম হইতে প্রায় এক মাইল দূরস্থিত "লৌহ বাজারে" চলিয়া গেলেন এবং সেইখানে যাহাকে তাহাকে ডাকিয়া গায়ের কাপড়খানা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, কেমন সুন্দর কাপড়, আমাকে ত্রিপুরার রাজবাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বুনিয়া দিয়াছে।" এমন সরল ও মিষ্টভাবে কাপড়খানা দেখাইতে লাগিলেন, যে সকলে মুগ্ধ হইয়া যেন বাৎসল্যভাবে বলিতে লাগিল "হাঁ মহারাজ! তোমার কাপড় বড় সুন্দর হইয়াছে।"

বিষয়ী লোকের সংসর্গে পতিত হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাদের বিষয়ের কথা ঠিক সমানভাবে তাহাদের সহিত কহিতেন এমন কি, চোর এবং লম্পট প্রভৃতি লোক আসিয়া সময় সময় মন খুলিয়া তাঁহার নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইলে তাহাদের আপন আপন বিষয় সম্বন্ধে বিদ্বেষশূন্যভাবে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন এবং ঠিক তত্তৎশ্রেণীর লোকের ন্যায় তাহাদিগের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সহিত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার একটি অতি কামুক বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত কয়েক দিন সাক্ষাৎ করিল এবং নানারূপ ভাবুকতার আলাপাদি করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তৎপর এক দিবস কথা-প্রসঙ্গে তাহাকে এমন কাম-ভাবাপন্ন কথা বলিলেন, যে সে তাহাতে অতিশয় লজ্জা বোধ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল এবং আর তাঁহার নিকট আসিতে সাহস করিল না।

একদিকে সাংসারিক পাপী লোকদিগের সহিত যেমন সমভাবে ব্যবহার করিতেন, উচ্চসাধনসম্পন্ন এবং সিদ্ধপুরুষদিগের সহিতও ঠিক তদ্রূপ নির্বিকারভাবে ব্যবহার করিতেন। অতি বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ কেহ তাঁহার দর্শনার্থে আসিলেও কোন প্রকার সতর্কতার ভাব অবলম্বন করিতে আমি দেখি নাই। অপর সাধারণ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে তাঁহার যেরূপ সহজভাব লক্ষিত হইত, তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারেও ঠিক তদ্রূপ সহজ ভাব লক্ষিত হইত। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত হইতেছে ঃ—

ব্রজধামে একজন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় সাধু ছিলেন। তিনি কখন কখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন। আমি তাঁহাকে অনেকবার দর্শন করিয়াছি তাঁহাকে সকলে "কল্পান্তি" বলিতেন, অর্থাৎ এক কল্পকার তাঁহার আয়ু হইয়াছে, ইহা সাধুসমাজে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি দর্শনার্থে আসিলে অপর গ্রাম্য লোকের সহিত যেমন সহজ ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সহিতও শ্রীযুক্ত মহারাজ ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন, কোন প্রকার প্রভেদ আমি লক্ষ্য করিতে পারিতাম না।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনের থাকা কালে, মধ্যে মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি অনেক সময় আসিয়া দণ্ডবৎ করিয়া অপর সাধারণ লোকের ন্যায় নিকটে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত তুষ্ণীভাবে থাকিয়া পরে পুনরায় দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বর্হিদৃষ্টিতে তাঁহার সহিত সেই সময় বিশেষ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কোন আলাপ ব্যবহার করিতেন না, পক্ষান্তরে নিকটস্থ অপর লোকের সহিত কথোপকথন করিতে থাকিতেন। এক দিবস শ্রীযুক্ত অভয় বাবু গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন, "আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া থাকি; তিনি ভিতরে ভিতরে আমার প্রশ্নসকলের উত্তর প্রেরণা করেন।" শ্রীযুক্ত অভয় বাবু বলিলেন, "ভিতরে প্রেরণা করা কিরূপ বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন, "আপনারা মুখে যেরূপ কথা কহেন, তিনি ঠিক তদ্রূপ অন্তরে আমার সহিত কথা কহেন, আমি তাহা শুনিতে পাই।"

১৩০০ বাংলা সালের প্রয়াগের কুম্ভের মেলায় অনেক খ্যাতনামা সিদ্ধ মহাপুরুষ সকল আসিয়াছিলেন। তাঁহার কেহ কেহ কখন কখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট যাইতেন এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে তথাহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু অপর সাধারণ লোক দণ্ডবৎ করিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যেমন সহজ ভাবে হস্তের দ্বারা তাহাদিগকে আশীর্বাদ প্রদান করিতেন, এই সকল মহাপুরুষ দিগকেও ঠিক তদ্রূপ হস্তের দ্বারা আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেন তাঁহার কোন প্রকার ভাবের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইত না।

শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রমে শ্রীশ্রীভগবদ্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এক দিবস শ্রীশ্রীবিহারীজীউ ঠাকুরকে শ্রীশ্রীরাধিকাজীউ সহকারে শ্রীবৃন্দাবন সহরে এক মিছিলের সহিত পরিভ্রমণের নিমিত্ত বাহির করা হয়। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও আমরা অনেকে ঐ মিছিলের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনের গৌতমপাড়া নামক স্থানে আসিলে তথাকার গোপী সকল দর্শনার্থ আসিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর চতুর্দিকে বেষ্টন করতঃ নৃত্যগীত করিতে আরম্ভ করে। তৎকালে হঠাৎ আমি দেখিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সর্বাঙ্গে প্রত্যেক লোমকূপ হইতে বর্ষার জলধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত ঘর্ম প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ ঘর্মধারা আমি পূর্বে আর কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। ইহা দেখিয়া এক পাখা হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া আমি তাঁহাকে ব্যজন করিতে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

লাগিলাম। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "বাবা! এই ঘর্ম গ্রীষ্মের নিমিত্ত ঘর্ম নহে। ইহা পাখা দ্বারা নিবারিত হইবে না। ইহা এক প্রকার প্রেমজ্বর। শ্রীশ্রীরাধিকার চতুর্দিকে এই সকল গোপীদিগকে দর্শন করাতে এই এক প্রকার প্রেমজ্বর আমার উপস্থিত হইয়াছে। এই ঘর্ম ধারা তাহারই নিমিত্ত। এইরূপ পূর্বেও আমার কখনও কখনও হইয়াছে; একবার একমাস কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, কিন্তু তখন শরীর হইতে জল বিন্দুমাত্র নির্গত হয় নাই, সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত ছিল; শরীরের রোম এবং জটা তৎকালে অহর্নিশি কাঁটার ন্যায় খাড়া হইয়া থাকিত। তোমার পাখা দ্বারা আমার এক্ষণকার ঘর্ম কিছুতেই নিবারিত হইবে না।" এই কথাগুলি তিনি এমন নির্লিপ্তভাবে বলিলেন যে, তিনি যেন অপরের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার ঐ একমাসকাল স্থায়ী প্রেমজ্বরাবস্থার প্রকাশিত লক্ষণ সকল আমি ইতিপূর্বে আমার সর্বজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা গরীবদাসজীর নিকটও শ্রবণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ বাহিরের সঙ্গ যদ্রূপ হইত তদনুসারে তাঁহার বাহ্য ভাব ও ব্যবহার সকল নিয়োজিত হইত; কিন্তু নিজে সর্বদা একরূপ অভিসন্ধিশূন্য বালকবৎ নির্লিপ্তভাবে থাকিতেন। তাঁহার বাহ্য ব্যবহার বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা হাতীকা দো দাঁত রয়তা হ্যায়, এক বাহার দেখানেকি, দোস্রা ভিতর আপনা খানেকি, ভিতরকা দাঁত দুসরাকো মালুম নাই পড়্তা হ্যায়। শান্তনকাবি এয়্সা দো বৃত্তি রয়তা হ্যায়। এক বাহার দেখানেকি, দুস্রা আপনা ভিতরকি, উস্কা খবর কিসিকো নেহি মিল্তা হ্যায়।"

আমার দীক্ষার প্রায় দুই বৎসর পরে আশ্রমে নূতন মন্দির নির্মিত হয় এবং উহাতে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর প্রতিষ্ঠার দুই একদিন পরে আমি আমার স্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর সহিত আশ্রমের কোন একটি ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখন ধুনীর ঘরে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া আমরা যে ঘরে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমরাও তাঁহাকে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দর্শন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তিনি তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবু! তোমার এই ঠাকুরজীকে অতিশয় সামর্থী (কেরামতি) বলিয়া জানিবে। তুমি এই সময় যাইয়া তোমার মনে যাহা যাহা ইচ্ছা হয় সেই সকল বরই মাগিয়া লও, ইহাতে সঙ্কোচ করিও না; যাহা মনে উদিত হয় তাহাই প্রার্থনা করিবে।" আমি করজোড়ে বলিলাম, "বাবা, আপনার সন্তুষ্টিই আমার বাঞ্ছনীয়। আপনি সন্তুষ্ট হইলে আমার কোন বিষয়ে কি অভাব থাকিতে পারে? আমি আর কি বর মাগিব? তিনি বলিলেন, "হাঁ, তোমার কথা সত্য, আমার প্রসন্নতা দ্বারাই তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে এবং তাহা হইবেও। তুমি যাও এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" আমি অন্য কথা না বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিলাম। তখন তিনি অভয় বাবুকে ও আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমরাও যাইয়া বর প্রার্থনা কর।" আমি শ্রীজীর মন্দিরে যাইয়া মনে মনে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলে পর অভয়বাবু ও আমার স্ত্রী আসিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। তাঁহারা কি বর প্রার্থনা করিয়া ছিলেন তাহা আমি জানি না। সেই সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ধুনীর ঘরে গিয়া বসিয়াছিলেন। ইহার পর আমি যে ঘরে পূর্বে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে পুনরায় গিয়া বসিলাম। তখন তিনি পুনরায় ঐ ঘরের দরজায় গিয়া দন্ডায়মান থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবু, তোমার এই হইবে, এই হইবে" (আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম সেইগুলি আবৃত্তি করতঃ সেইগুলি পূর্ণ হইবে) বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য বর প্রদান করিয়া অবশেষে বলিলেন, "তোমার যদি এই এই না হয়, তবে আমি যথার্থ সাধু নহি।" অভয়বাবু ও আমার স্ত্রীকেও এরূপ ভাবে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহাদের কি কি আশীর্বাদ করিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। কারণ তাঁহারা কি কি বর চাহিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতে চাই নাই এবং আমার সহিত তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন কথাবার্তাও হয় নাই। কিন্তু বাবাজী মহারাজ অভয় বাবুকে যে বর দিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে, তাহা এই "তোমার ভক্তি লাভ হইবে।"

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

একদিন আমার গুরুভাই শ্রীযুক্ত অভয়বাবু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন "বাবা, আপনি এরূপভাবে আত্মগোপন করেন যে, সাধারণ বিদ্যাহীন মনুষ্য আপনাকে কিছুমাত্র শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতে পারে না এবং ইহা দ্বারা আমাদেরও কোন কোন সময় সন্দেহ জন্মায়। আপনি কেন এরূপ আত্মগোপন করেন? এই কথায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কিছু উদাসভাবে বলিতে লাগিলেনঃ"অভয়রাম, তুমিও এরূপ কথা যে বলিতেছ? আচ্ছা তুমি কোন শক্তির কার্য দেখিতে চাও আমি তোমাকে তাহাই দেখাইয়া দিব। কিন্তু ইহার পর তুমি আর আমার দর্শন পাইবে না। সেই সময় আমি এখান হইতে অন্তর্হিত হইব।" শ্রীযুক্ত অভয়বাবু বলিলেন, "আপনি এমন কেন বলিতেছেন? পুনরায় কেন আপনার দর্শন পাইব না? তখন তিনি বলিলেন, "যদি আমি নিজ শক্তির কিছুমাত্র প্রকাশ করি তাহা হইলে অগ্নিকে দেখিয়া যেমন কীট-পতঙ্গাদি চারিদিক্ হইতে আসিয়া উহাতে পতিত হয়,সেইরূপ অসংখ্য মনুষ্য আমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। আমার মাংস পর্যন্ত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। আমার এখানে থাকা সম্ভব হইবে না। আমি যেখানে যাইব সেখানেই এইরূপ হইবে।" ইহা শুনিয়া অভয়বাবু যথার্থ কথা বুঝিতে পারিলেন এবং চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বাহ্য আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাঁহার আভ্যন্তরিক ভাব অবধারণ করা যে সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাহা তাঁহার পূর্বের লিখিত বাক্যে তিনি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার বাহ্য আচরণ সম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বোধ করিতেছি। অধিকন্তু তাঁহার কোন কোন কার্য সাধারণ বুদ্ধির এত অধিক অগম্য ছিল যে, যিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অপর কেহ তাহাতে কোনপ্রকারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। অতএব তাহাও এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমস্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

করি না। অতএব সাধকদিগের হিতার্থে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আর কয়েকটি মাত্র উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া এই অংশ সমাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সাধারণ কল্যাণার্থী ব্যক্তির পক্ষে নিষ্কপটভাবে ও আলস্যবর্জিত হইয়া নিষ্ঠাপূর্বক শ্রীভগবদ্বিগ্রহ এবং মহাত্মা পুরুষদিগের সেবাকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রকাশ করিতেন। সাধারণতঃ শেষ রাত্রে দুই ঘণ্টা এবং সায়াহ্নে দুই ঘণ্টা কাল নাম জপ করা খুব প্রচুর বলিয়া তিনি উপদেশ করিয়াছেন। সেবা করিতে করিতে চিত্ত একাগ্র হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে ভজনের অধিকার জন্মে। সেবার ফলে চিত্ত নির্মল হইতে থাকে, আলস্য দূর হয় এবং ক্রমশঃ নিষ্ঠার বৃদ্ধির সহিত চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একবার আশ্রম সংক্রান্ত হাট বাজার করিবার কোন কার্য উপস্থিত হইলে আমি তৎকালে বসিয়া নাম করিতেছিলাম বলিয়া ঐ কার্যে যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতেছি দেখিয়া, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাতে প্রসন্ন হইতেছেন না এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। একদিন একটি ব্রজবাসী চাকর এক পদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কোন 'মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তাহা টের পাইয়া তাহাকে কোন কার্যে নিয়োগ করিবেন মনে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিতেছ?" সে বলিল, "মহারাজ! আমি ভজন করিতেছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আরে! ভজন্‌কা ঘর বহোত্ দূর হ্যায়, ভজন আব্ তেরিসে নহি বনেগি, আব্ তু কাম্ কর্‌তা যা।"

এক দিবস আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ! আমি ত ভজন কিছুই করিতে পারি না, বসিয়া নাম করিতেও অধিক সময় পাই না। আর করিতে গেলেও মন স্থির হয় না।" তিনি বলিলেন, হাঁ তাহা জানি, তুমি এখন কি ভজন করিবে? ভজন করিতে এক্ষণে তোমার কোন সামর্থ্য নাই; তোমার ভজন ত আমিই করিতেছি।" আর একদিন আমার শরীরের অভ্যন্তরে আমার হৃদয় প্রদেশে কুণ্ডলী শক্তি পহুঁছিয়া তথায়

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ! আমার বুকের ভিতরে শক্তি বাধিয়া যাইতেছে।" তিনি বলিলেন, "হাঁ, হুয়া কমল হ্যায়, ওয়ে রোক্ দেতা হ্যায়।" আমি বলিলাম, "মহারাজ! এই বাধা আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছাড়াইয়া দিন্।" তাহাতে তিনি আমাকে খুব ধম্‌কাইয়া বলিলেন, "আমি ছাড়াইয়া দিব না।" তাঁহার এইরূপ উত্তরের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আপনা হইতে বলিলেন, "এক্ষণে যদি তোমার হৃদয়ের এই গাঁট (গ্রন্থি) আমি ছাড়াইয়া দেই, তবে তোমার দ্বারা আর কোন কার্যই হইবে না; তোমার সংসারে অনেক কার্য করিতে হইবে। সময়ানুসারে ইহা ছাড়াইয়া দিব।"

ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া তিনি আমাকে উপদেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সাধনাদি করিলে তাহাতে নানাবিধ অলৌকিক শক্তি জন্মে এবং তদ্দ্বারা জগতের লোকের অনেক উপকার সাধন করিতে পারা যায়; গৃহস্থাশ্রমে তৎসমস্ত শক্তি সচরাচর হয় না, এইমাত্র প্রভেদ। কেবল গুরু কৃপাতেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়; তৎসম্বন্ধে উভয় আশ্রমই তুল্য। সংসারে বিধি-বিহিত কার্যকর্ম করিতে এবং অন্তরে সর্বদা ভগবানের ভয় রাখিয়া চলিতে বলিতেন। ভগবান্ সর্বদা সঙ্গে আছেন এবং দেখিতেছেন, এই ধ্যান রাখিয়া কার্য করিলে জীব সহজে কল্যাণলাভ করে, ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

চিত্ত নির্মল হইলে ক্রমশঃ সাতটি সিদ্ধভূমি পর পর লাভ হয়। এই সকল সিদ্ধভূমির বিষয় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রায় প্রকাশ করিতেন না। আমি একদিবস মাত্র তাঁহার নিকট এই সকল ভূমির তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি ভূমি সাধারণতঃ গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত আছে। পঞ্চভূমিও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এমন পুরুষ যুগেযুগেই বিরল। অতএব কেবল এই পাঁচটি ভূমিরই বিবরণ সংক্ষেপতঃ এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই সকল ভূমির

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বিষয় চিন্তা করিলে সাধারণ সাধকদিগের একদিকে সাধনাভিমান দুর হইতে পারে এবং অপর দিকে উচ্চভূমি সকলের আদর্শ স্মরণ হইলে সাধন বিষয়ে যত্ন ও নিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া এই সকল ভূমির বিবরণ নিম্নে লেখা হইতেছে।

প্রথম ভূমি ঃ

এই ভূমির সাধকের অবস্থা এই যথা ঃ—

"গুরু তীরথ অনুরাগ, বিষয় বিষ্ কর্ মান।
ইসিকো জান প্রথম ভূম্কা প্রমাণ।।"

বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাব এবং গুরুতে ও তীর্থেতে অনুরাগ স্বভাবতঃ এই ভূমিতে জন্মে। ইহা ক্ষণিক ভাব নহে। এই ভূমিপ্রাপ্ত সাধকের ইহা প্রকৃতিগত সর্বদা স্থায়ী ভাব।

দ্বিতীয় ভূমি ঃ—

"হম্মে কোন্, জগৎমে কোন্ ইসকা ধ্যান
দুস্রা ভূম্কা প্রমাণ।"

জগতের অনন্ত কার্যশৃঙ্খলার এবং জীবের ভাবনিচয়ের নিয়মক ও প্রবর্তক কে নিয়ত তদ্বিষয়ক ধ্যান যাঁহার স্বভাবগত হইয়াছে তিনি দ্বিতীয় ভূমি লাভ করিয়াছেন। ইহা ক্ষণিক চিন্তা নহে, এই চিন্তা প্রকৃতিগত এবং সর্বকাল স্থায়ী। পিপাসার্ত পুরুষ যেমন পানীয় জল সর্বত্র অন্বেষন করেন এবং তাহা পান না করা পর্য্যন্ত যেমন কোন প্রকারে শান্তিলাভ করিতে পারেন না, এই দ্বিতীয় ভূমি প্রাপ্ত পুরুষও আপনার এবং জগতের নিয়ন্তার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত অহর্নিশি তদ্বিষয়ে তৃষ্ণাতুর থাকেন।

তৃতীয় ভূমিঃ ঃ—

"এক ব্রহ্ম জগৎমে জীব্ মে বসতা হায় ঔর্ সব্ কি কারণ।
ইএ হ্যায় তিস্রা ভূমকা প্রমাণ।"

তৃতীয় ভূমিলব্ধ সাধকের সর্বগতব্রহ্মবোধ জন্মে, এক ব্রহ্মশক্তিকেই তিনি আপনার ও জগতের আধারভূত বলিয়া নিশ্চিত রূপে অবগত হয়েন। অনুমান

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে অনেকে উপনীত হয়েন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অনুমান-সিদ্ধ জ্ঞান কোন ভূমিরই লক্ষণ নহে। তৃতীয় ভূমিপ্রাপ্ত পুরুষের জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী অনুমানিক জ্ঞান নহে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের চিত্ত অবস্থিত হওয়াতে জাগতিক সর্ববিধ সিদ্ধি তাঁহাদের করতলন্যস্ত হয়।

চতুর্থ ভূমি ঃ—

"সর্ব্বত্র সমদর্শন ঔর্ অখণ্ড সন্তোষ
চৌথা ভূমিকা প্রমাণ।।"

সর্বত্র এক ব্রহ্মশক্তির কার্য এই ভূমিতে পরিস্ফুট হয়, সুতরাং ভেদবুদ্ধি সম্যক্ তিরোহিত হয়। এই চতুর্থ ভূমিলব্ধ পুরুষ অতি বিরল। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি প্রভৃতি কোন অবস্থান্তারই এই ভূমিপ্রাপ্ত পুরুষের সন্তোষের খর্বতা জন্মাইতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চম ভূমি ঃ—

"নারদ ভক্তি প্রেম পঞ্চম ভূম্কা প্রমাণ।।

পঞ্চভূমিতে অহেতুক প্রেম, যাহা পরাভক্তি নামেও আখ্যাত হয়, তাহা সাধক লাভ করেন। নারদ ঋষি ভগবান্ হইতে বরস্বরূপে এই প্রেমময় ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি এই ভূমি নারদ ভূমি নামে অখ্যাত হইয়াছে। এই ভূমিপ্রাপ্ত হইলে চিত্তের সম্পূর্ণ নির্মলতা হেতু সাধকের আর পতন সম্ভব হয় না। অতঃপর পরপর যে দুই ভূমি আছে, তাহা আপনা হইতে ক্রমশঃ লব্ধ হয়। এই সকল ভূমির স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অপ্রবৃত্তি স্মরণ করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমির লক্ষণ এই স্থলে বর্ণনা করিতে নিবৃত্ত হইলাম; এই সাতটি ভূমির মধ্যে কোন্ খ্যাতনামা ঋষি, কোন্ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আধুনিক মহাত্মাদিগের মধ্যে গুরু নানক, তুলসীদাস এবং শ্রীধর প্রভৃতি কে কোন্ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎসমুদায় প্রকাশিত করা অসঙ্গত বোধে এই স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম না। বাস্তবিক বাহিরের তর্ক প্রমাণের দ্বারা এই সকল মহাত্মাদিগের অবস্থা প্রকৃতরূপে নিরূপণ করা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সম্ভবপর নহে। যাঁহাদের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সকল অবস্থা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন। সর্বশেষ ভূমিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে গুরু-উপদেশানুসারে এই মাত্র বলিয়া এই গ্রন্থাংশ সমাপন করিতেছি যে, তাঁহাদের কার্যকলাপ সমস্ত সাধারণ জীববুদ্ধির অগোচর। তাঁহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জীবের সর্ববিধ বিচার ব্যর্থ ও নিস্ফল। তাঁহারা অপরের উপাস্য ও ভজনীয় হয়েন।

অন্তর্ধান

এইরূপ লীলা করিতে করিতে ১৩১৬ বাঙালা সালের ৮ই মাঘ ভোর রাত্রে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ঐ সনের কার্তিক মাসের শেষভাগে আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গেলে আমাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা! আমার একটি কথা শোন; আমার শরীরের এইক্ষণ কিছু স্থিরতা নাই, কখন কি হয় বলা যায় না; তোমার নিকট তার প্রেরিত হইবে, তার পাইলে তুমি অবিলম্বে এখানে চলিয়া আসিবে। আমি এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলাম, মহারাজজী! তুমি আমাকে পূর্বে বলিয়াছিলে যে নূতন মন্দির প্রস্তুত হইতেছে, সেই মন্দিরে তুমি গিয়া বসিবে এবং আমাকেও কার্য ছাড়াইয়া আনিয়া তোমার পার্শ্বে রাখিবে; কিন্তু মন্দির প্রস্তুতের কার্য শেষ হইতে ত আরও অনেক সময় লাগিবে, এবং তোমার সেই সকল কথা ত এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই; তবে এক্ষণে কিরূপে তুমি দেহ পরিত্যাগ করিতে পার? তোমার সেই সকল পূর্বের কথা কি মিথ্যা হইবে?" আমার এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "না, আমার কথা কখন মিথ্যা হইবে না; তবে এই কথা যাহা এক্ষণে বলিলাম তাহাও তুমি ভুলিয়া যাইও না।" এইরূপ আর দুই একটি কথার পর আমি কলকাতায় রওয়ানা হইয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর তখন স্বাভাবিকই ছিল, তাঁহার বিশেষ কোন প্রকার অসুস্থতা তৎকালে আমি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি যাইবার কিঞ্চিদধিক দুইমাস কাল মধ্যেই মাঘ মাসের ৯ই তারিখ তারে সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীযুক্ত বাবাজী

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত